CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 July, 2023 ■ আগরতলা ২ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৬ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## করোনার টিকার সমীক্ষার নামে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়ার দায়ে গ্রেপ্তার বাবা-মেয়ে সহ তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** আবারও ত্রিপুরায় সাইবার ক্রাইমের থাবা পড়েছে। এবার বাবা ও মেয়ের কীর্তিতে জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। করোনার টিকাকরণের সমীক্ষার অজুহাতে প্রতারিত হয়েছেন দুই জন। তাঁদের কাছ থেকে সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন সাইবার অপরাধীরা। অবাক করা বিষয়, ওই অপরাধের সাথে বাবা ও মেয়ে জড়িত রয়েছেন। পুলিশি তৎপরতায় প্রতারক বাবা ও মেয়ে সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে কদমতলা ও প্রেমতলা বাজারের দুই ব্যবসায়ী সত্য রঞ্জন নাথ ও সন্দীপ দেব প্রতারিত হয়েছেন। করোনার টিকাকরণের সমীক্ষার অজুহাতে সন্দীপ দেব থেকে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং সত্য রঞ্জন নাথ থেকে ৮২ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে সাইবার অপরাধীরা। ঘটনার বিবরণে সন্দীপ দেব বলেন, ওইদিন স্কুটিতে চেপে এক যুবতী এবং এক ব্যক্তি তাঁর কাছে করোনার টিকাকরণের তথ্য জানতে এসেছিলেন। তাঁরা মোবাইলে ওটিপি ব্যবহার করে আমার ব্যাংক একাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিষয়টি তারা চলে যাওয়ার পর নজরে এসেছে। একই বিবরণ দিয়েছেন সত্য রঞ্জন নাথ। তাঁর কাছেও করোনার টিকাকরণের সমীক্ষার কথা বলে ওটিপিব্যবহার করে ৮২ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। দুজনই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কদমতলা থানায় এ-বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ বাবু বলেন, তদন্তে নেমে জানা গেছে, ওই অপরাধের সাথে বাবা ও মেয়ে এবং অপর এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ দুই ব্যবসায়ীর টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্মনগর বরুয়াকান্দি গ্রামের খুপাটিল্লা এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মী গৌড়, মিঠু গৌড় এবং গৌতম বিশ্বাস-কে জালে তুলেছে। লক্ষ্মী গৌড় ও মিঠু গৌড় সম্পর্কে বাবা-মেয়ে হন। তিনি বলেন, ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

## গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক প্রদ্যোতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর সোজা দিল্লি পাড়ি দিলেন ত্রিপুরা মাথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহার সঙ্গে এক দফা বৈঠক করলেন তিনি। বৈঠকের মূল ইস্যু ছিল গ্রেটার তিপ্রালান্ড এবং সংবিধান সমাধান। এ বিষয়ে গৃহমন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলেও জানান প্রদ্যুৎ। দিল্লিতে গৃহ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি এ কথা জানান তিনি। তিনি এও বলেন বৈঠক সোহাদ্যপূর্ণ হয়েছে। তবে তারা গৃহ মন্ত্রী আশ্বাসের অপেক্ষায় থাকবেন।

অতিতেও এই দাবি নিয়ে সরব ছিলেন তিনি। বারবার এই দাবি নিয়েও গৃহমন্ত্রী সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনের আগেও পরে এই ইস্যু নিয়ে সরব ছিল মাথা। কিন্তু তার কোন সলিউশন হয়নি। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য ২৪ শের লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে জনজাতিদের কাছে আস্তা ফিরে পেতে আবার একই ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রের দরবারে হাজির হলেন মথার সুপ্রীমো। এদিন গৃহমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রদ্যুত বলেন জনজাতিদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাবেন। যতদিন না জনজাতিদের ন্যায্য অধিকার ফিরে না পায়। তিনি এও বলেন ৭০ বছর রাজ্যের জনজাতিরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

এডিসি এলাকা অধিকাংশই জনজাতি। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল। আঞ্চলিক দল হওয়া সত্ত্বেও মথা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। জনজাতিদের স্বার্থে তারা প্রতিনিয়ত সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ কখনও বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক সহ সকলস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ কখনও বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার। কারণ চিকিৎসকরা নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের প্রত্যেককেই চিকিৎসকদের যোগ্য সম্মান প্রদানে সচেতন থাকা প্রয়োজন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় চিকিৎসক দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১ জলাই দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ভারতরত্ন ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা এমন একটি মহান পেশার সঙ্গে যুক্ত যারা মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দিয়ে থাকেন। চিকিৎসকদের সব সময় সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করা উচিত। পাশাপাশি চিকিৎসকদের চলন-বলনেও অমায়িক হতে হবে। তবেই রোগীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য হলো রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তাই স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই রাজ্য বাজেটের সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেই রাজ্যে বর্তমানে জটিল রোগের অপারেশন সম্ভব হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের প্রতি চিকিৎসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। কিন্তু বিগত দিনে দেখা গেছে যে চিকিৎসকদের সেরকমভাবে সম্মান প্রদান করা হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরাকর দলমত নির্বিশেষে সকল চিকিৎসকদের তাদের যোগ্য সম্মান প্রদান করছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সম্পতি কৈলাসহরের এক চিকিৎসকের উপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ কোনোভাবেই বা'নীয় নয়। এক্ষেত্রে সরকার কঠোর মনোভাব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কৈলাসহর ও ধর্মনগরে রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** রাস্তা সংস্কারের দাবিতে চিড়াকুটিতে কৈলাসহর ও ধর্মনগরের মূল সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন স্থানীয় মানুষ। কৈলাসহর কীর্তনতলি ও চিড়াকুটির মধ্যবর্তী স্থান এলাকার রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। অবশেষে শনিবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়কে অবরোধে বসেন স্থানীয় মানুষ। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, কৈলাসহর কীর্তনতলি ও চিড়াকুটির মধ্যবর্তী স্থান এলাকার রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন ওই এলাকায় ঘটছে দুর্ঘটনা। সামান্য বৃষ্টিতেই জলকাদায় একাকার হয়ে যায় রাস্তাটি। তাঁদের অভিযোগ, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দফায় দফায় মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থাকে রাস্তা সংস্কারের জন্য দাবি জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অবশেষে শনিবার সকালে এলাকাবাসীরা একপ্রকার বাধ্য হয়ে চিড়াকুটিতে কৈলাসহর ও ধর্মনগরের মূল সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হোক। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

অবরোধের খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ছুটে গেছে। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেছে এবং এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে শনিবার এজিএমসির ডাক্তারী পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

## শান্তিরবাজারে গাছ ভেঙ্গে পড়ল গাড়িতে, আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজারে, ১জুলাই।।** শান্তিরবাজার - বিলোনিয়া সড়কে যাতায়াতের সময় চলমান গাড়িতে আচমকা গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। তাতে, গাড়ির চালক বিপ্লব মল্ল গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। রাস্তায় গাছ ভেঙ্গে পড়ায় দীর্ঘ সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্ধৃতি দিয়ে জনৈক দমকল কর্মী বলেন, টিআর০৩এইচ০৩৯৮ নম্বরের একটি গাড়ি বিলোনিয়া থেকে শান্তিরবাজারের উদ্দেশ্যে আসছিল। শান্তিরবাজার মহকুমা বন দফতরের কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় একটি গাছ আচমকা ভেঙ্গে পড়ে। গাছটি বন দফতরের কার্যালয়ে ছিল।

গাড়িতে গাছ ভেঙ্গে পড়ায় চালক বিপ্লব মল্ল গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থেকে দমকল কর্মীরা ছুটে গেছেন এবং আহত গাড়ি চালককে উদ্ধারের পর হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। রাস্তায় গাড়িতে গাছ ভেঙ্গে পড়ায় ওই সড়কে যান চলাচল দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয়েছে। শেষে বন দফতরের কর্মীদের সহায়তায় গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে।

## প্রধানমন্ত্রী মাদীর নয় বছরের কার্যকাল দেশের জন্য কালো শাসনকাল, তোপ পিসিসি সভাপতির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয় বছর কার্য্যকাল দেশবাসীর জন্য কালো শাসনকাল ছিল। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর নয় বছর কার্য্যকালের বিরোধিতায় এভাবেই সুর চড়ালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগামী ২৫ জুলাই থেকে বেঙ্গালুরুতে তিনব্যাপী বেহেতর ভারত অভিয়ান চ্যালেঞ্জ কর্মসূচি পালন হতে চলেছে। সেই কর্মসূচিতে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল অংশ নেবেন।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ৯ বছরে দেশের কোনো উন্নয়ন করেনি। ৯ বছরে সরকার দেশের সাধারণ জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনটাই বাস্তবায়ন করে নি। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ৯ বছরের শাসনকালে দেশের সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। গত নয় বছর ধরে বিজেপি সরকার হিংসা বিদ্বেষের রাজনীতি করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, গত নয় বছরে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে।

এদিন শ্রী সাহা বলেন, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসন দেশবাসীর জন্য কালো নয় বছর ছিল। কারণ দেশ যেমন অর্থনৈতিক বুনিয়াদে গত নয় বছরে পিছিয়ে গেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এজিএমসির ডাক্তারী পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** শনিবার এজিএমসি কলেজ চত্বরে মেডিক্যাল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং নেক্সট পরীক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।। পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা।

আগাম কোন কিছু না জানিয়ে হঠাৎ যেভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বলে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। সে কারণেই বিষয়টি বিবেচনা করে ছাত্রদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছে তারা। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও জানিয়েছে।

## চুরাইবাড়িতে ১৫ লক্ষ টাকার কফসিরাপ উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ নেশার কফ সিরাপ। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কফ সিরাপবাহী বলেরো পিকআপ ভ্যান। পুলিশ গ্রেফতার করেছে দুই মাদক পাচারকারীকে।

আজ শনিবার চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, গতকাল শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ এএস ১১ ডিসি ৭২৭৪ নম্বরের একটি চার চাকার বলেরো পিকআপ ভ্যান শিলচর থেকে ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চেকগেটে আসে। এখানে গাড়িতে তালাশি চালান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। গাড়ির ভিতরে ছিল অনলাইন সামগ্রীর বেশ কয়েকটি কার্টুন। ওগুলোর মধ্যে পুলিশ দশটি কার্টুন থেকে ১৫০টি ১,৫০০ শিশি নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির কালোবাজারি মুল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা হবে, জানান পুলিশ অফিসার মিলি। প্রণব মিলি জানান, এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে শিলচরের তোপখানার বাসিন্দা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি বন্ধে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি বন্ধ করতে অভিযানে নামলেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। শনিবার হাঁপানিয়া বাজার সহ আমতলী বাজারের বিভিন্ন ফাস্টফুড ও মিষ্টি দোকানে অভিযান চালিয়েছে সদর মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তর।

এদিন জনৈক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার হাঁপানিয়া বাজার সহ আমতলী বাজারের বিভিন্ন ফাস্টফুড ও মিষ্টি দোকান মিলে প্রায় ২৫টি দোকানে হানা দিয়ে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা ৮টি এলপিজি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মূলত বাজারে এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি বন্ধ করতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। অবৈধভাবে এলপিজি সিলিন্ডার মজুত করে রাখা দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। এধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

## ৪ দিনের জন্য ৭ জুলাই শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** আগামী ৭ জুলাই থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ৪ দিনের ওই অধিবেশন চলবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। আজ বিজনেস এডভাইজারি কমিটির(বিএসি) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। অর্থ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ৭ জুলাই ত্রিপুরায় বিজেপি ২.০ সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন।

ইতিপূর্বে ত্রিপুরা সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসের জন্য বিধানসভায় ভোট-অন-একাউন্ট পেশ করেছে। আজ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন নিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বাদে সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, ত্রিপুরা সরকার তিন দিনের অধিবেশন হোক চেয়েছিল। কিন্তু বিরোধীরা পাঁচদিনের অধিবেশন চাইছিলেন। তাই, আলোচনার ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে বাজেট অধিবেশন চারদিনের হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ৭ জুলাই বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ওইদিন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন। এছাড়া, বাজেট অধিবেশনে দুইটি বিল পেশ আনবে ত্রিপুরা সরকার।

এদিকে বিধানসভার ৬০ বছরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন এও বলেন ডিজিটাল যুগে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হচ্ছে। আগের চেয়ে এখন এর বিধায়করা অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ। তবে পূর্বের বিধায়করা বিদগ্ধ ও পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। একসময়ের বিধানসভা ৩০ থেকে ৬০ আসন হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত থেকে ডেমোক্রেটি ফোরামে হয়েছে। বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে আগামী দিনে আরো নতুন নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইসকনের উল্টো রথে মর্মান্তিক ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানালেন মানিক সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** ইসকনের উল্টো রথে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাত জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ও বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারের কাছে এই দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

এদিন তিনি বলেন, ওই ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। সাথে তিনি পিতৃ এবং মাতৃহারা শিশুদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারকে গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরী প্রদানের দাবিও তুলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কুমারঘাটে ইসকনের উল্টো রথে মর্মান্তিক দূর্ঘটনার খোঁজ নিতে গতকাল কুমারঘাট গিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। ওই দূর্ঘটনায় প্রাণ হারানো পরিবারগুলোর বাড়িতে গিয়ে তাঁরা দেখা করেছেন। পাশাপাশি এদিন তিনি কুমারঘাট মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাছাড়া দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে কুমারঘাটের পুলিশ আধিকারিকের সাথে কথা বলেছেন মানিক সরকার সহ প্রতিনিধি দল।

এদিকে, গতকাল রাতে ওই বিভৎসতম ঘটনায় আহতদের দেখতে জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলেন মানিক সরকার সহ সিপিআইএমের প্রতিনিধি দল। কুমারঘাট পরিদর্শন করে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারের কাছে ওই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত সহ একাধিক দাবি জানিয়েছেন মানিক সরকার।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৫৭ ◻ ২ জুলাই ২০২৩ ইং◻ ১৬ আষাঢ় ◻ রবিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## পুরুষ কমিশন গঠনের দাবিও প্রাসঙ্গিক

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নারীরাই অবহেলিত ,বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতেছেন তাহা কিন্তু মানিয়া নেওয়া যাই না। দেশের সরকার দেশের সংবিধান নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ কিছু আইনী সংস্থান রাখিয়াছে। নারীরা সেই আইনী ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কথা নয়। কিন্তু সাংবিধানিক এই রক্ষাকবচকে হাতিয়ার করিয়া একাংশের নারীরা আইনের অপব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। ইহা কিন্তু এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নারীদের জন্য নানা অধিকারের স্লোগান অতীতেছে। জাতীয় স্তরে এবং রাজ্যস্তরে নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য মহিলা কমিশন রহিয়াছে। মহিলা কমিশনে একমাত্র নারীরাই অভিযোগ জানাইতে পারেন। সেখানে পুরুষদের অভিযোগ জানাইবার কোন সংস্থান নাই। উপরন্ত মহিলা কমিশনে অসংখ্য পুরুষ ন্যায়বিচার পাইবার বদলে হেনস্তার শিকার হইতেছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শুধু নারীরাই পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত হইতেছে না। পুরুষদের একটা বড় অংশ নারীদের দ্বারা নির্যাতিত হইতেছে। নাজিরা নির্যাত্ত হইলে মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু পুরুষ লোকও লজ্জার ভয়ে মহিলাদের দ্বারা নির্যাতিত হইলে ও মুখ খুলিতে পারে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুরুষদের অধিকার রক্ষার জন্য পুরুষ কমিশন গঠন করিবার জন্য নানা মহল হইতে দাবি উঠিয়াছে। পুরুষ কমিশন গঠন করিবার তাবির যথেষ্ট যৌক্তিকতাও রয়েছে।

মহিলাদের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমস্যার মুখে পড়েন বিভিন্ন বয়সি পুরুষরাও। যৌন হেনস্থা, গার্হস্থ্য হিংসা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হন তাঁহারা। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মতো চরম পদক্ষেপও করেন পুরুষরা। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে দেশে তৈরি হোক কমিশন, দীর্ঘদিন ধরিয়াই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দাবিতে আন্দোলন করিয়াছেন পুরুষদের একাংশ। এ বার তাঁহাদের দাবির পক্ষে জোরালো সওয়াল করিয়া শীর্ষ আদালতে দায়ের হইয়াছে মামলা।'

সেখানে পুরুষদের উপরে হওয়া নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে পুরুষ কমিশন গঠনের দাবি জানানো হইয়াছে। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। মামলার আবেদনে ”ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো” এনসিআরবি-এর ২০২১ সালের পরিসংখ্যান পেশ করা হইয়াছে।তাহাতে দাবি, দেশের নানা প্রান্তে সেই বছর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছিল ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩টি। এর মধ্যে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৮১,০৬৩। এই পুরুষদের আত্মহত্যার মূলে আছে গার্হস্থ্য হিংসা, দাবি আবেদনকারীদের। মামলাকারীদের আইনজীবী মহেশ কুমার তিওয়ারির দাবি, অবিলম্বে পুরুষ কমিশন গঠন করিয়া সঠিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করিলে গার্হস্থ্য হিংসা এবং অন্যান্য কারণে পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যার উপরে রাশ টানা সম্ভব হইবে।'

'জাতীয় মহিলা কমিশনের মতো পুরুষ কমিশন গঠন করিবার দাবিকে সমর্থন করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ অধিকারের পক্ষে সওয়াল করা সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। তাঁহার দাবি, ”আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বসবাসকারী মহিলাদের তুলনায় বরাবরই পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। অনেকেই এটা বিশ্বাস করিতে চান না। পুরুষদের সমস্যা, অবসাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর তুলনায় অনেকেই মহিলাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়া বেশি চিন্তিত। দেশের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থেই আমরা চাই শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে গঠিত হোক পুরুষ কমিশন, সুরক্ষিত হোক পুরুষদের জীবন। আমরা ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ বিবাদ চাই না, চাই সুস্থ পরিবেশ, ভারসাম্য। সেটাকেই নিশ্চিত করিতে পারে পুরুষ কমিশন।

## পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে নাম নেই সায়নীর ইডি-র জেরার পরই সিদ্ধান্ত তৃণমূলের

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর জেরার পরই পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারকের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ল অভিনেত্রী তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষের নাম। নিয়োগ দুর্নীতিতে শুক্রবার দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টা ইডি জেরা করেছে সায়নীকে। শুক্রবার বেশি রাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতর থেকে বেরিয়েছিলেন অভিনেত্রী-নেত্রী সায়নী ঘোষ। তার পর দিন, শনিবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারকারীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে দলের তরফে, দেখা যাচ্ছে তাতে নাম নেই দলের যুব সংগঠনের সভানেত্রী সায়নী ঘোষের নাম।শনিবারই ৮ জুলাইয়ের পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারকারীদের তালিকা প্রকাশ করেছে শাসক দল তৃণমূল। তাতে দলের প্রথমসারির নেতানেত্রীদের নাম রয়েছে। কিন্তু নাম নেই সায়নীর। তৃণমূলের তরফে গত বুধবার পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোটে নামী প্রচারকারীদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে অবশ্য নাম ছিল সায়নীর। শনিবারের তালিকায় নাম খুঁজে পাওয়া গেল না সায়নীর। উল্লেখ্য, সায়নীকে আগামী ৫ জুলাই ফের ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। তিনি অবশ্য তদন্তে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

## যথাযোগ্য মর্যাদায় বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী, বিধানসভায় মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং নব বাংলার রূপকার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ বার্ষিকী শনিবার রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। আজকের দিনটি জাতীয় ‘চিকিৎসক দিবস’ হিসেবে’ও পালিত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে একগুচ্ছ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিধানচন্দ্র রায়-এর বাসভবনে মূল অনুষ্ঠানে তার মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। নবান্নে সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। বিধানসভা ভবনেও ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মহাকরনের বিপরীতে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন তাদের কার্যালয় বিধান ভবনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

## আত্মঘাতী অসমের নেলি পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল হাইলাকান্দির বাসিন্দা সোনি নাথ

মরিগাঁও (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত জাগিরোড থানাধীন নেলি পুলিশ ফাঁড়িতে গলায় ফাঁস জড়িয়ে কর্তব্যরত জনৈক কনস্টেবল আত্মহত্যা করেছেন। আত্মঘাতী পুলিশ কনস্টেবলকে বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দির বাসিন্দা সোনি নাথ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, নেলি পুলিশ ফাঁড়ির ব্যারাকের পিছনে আজ সকালে সোনি নাথকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান মরিগাঁওয়ের পুলিশ সুপার হেমন্তকুমার দাস। তিনি নিজে ঘটনার তদারকি করে তদন্ত করছেন।

নেলি ফাঁড়িতে কর্তব্যরত তাঁর কয়েকজন সহকর্মী জানান, মাত্র তিন মাস আগে অসম পুলিশের কনস্টেবল পদে যোগদান করেছিলেন সোনি। প্রেমজনিত কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে তাঁদের ধারণা। তাঁদের কাছে জানা গেছে, হাইলাকান্দির কোনও এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল সোনির। সোনির খোঁজে গত তিন দিন ধরে জাগিরোডে এসে অবস্থান করছিলেন প্রেমিকা। গতকাল রাতে নাকি মোবাইল ফোনে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। সে সময় কিছু বাক-বিতণ্ডাও শুনেছেন তাঁরা।

# ওরা সবাই জানে অল্পেতে খুশি কেবল জনসাধারণ

পাঠক মিত্র

**মানুষ অল্পেতে খুশি হয়ে যায় বলেই আসল আলোর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করতে পারে না। অল্পতে খুশি শব্দটি মনে করিয়ে দেয় কবিগুরু এক ছড়া। কবিগুরুর খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থে দামোদর শেঠকে কেবল খাওয়ার ব্যাপারে খুশি করার প্রশ্নই উঠে এসেছে ছড়াটিতে।**

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়- কথাটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন। এই কবিতার প্রকাশকাল পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত। স্বাধীনতার বয়সও পঁচাত্তর পার হয়ে গেল। তবে কবি দেখে যেতে পারেননি স্বাধীনতা। কিন্তু পরাধীন দেশে শোষিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কষ্ট কবি দেখে গেছে। মানুষেরই সেই কষ্ট কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল। বিশেষত ক্ষুধার চিত্র। যে চিত্রে ধরা পড়ে সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রকৃত কলঙ্ক। স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই কলঙ্ক মোছা যায়নি। বিশ্ব সূচক তাই বলছে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশিত, এই সূচকে একশো একুশটি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান একশো-সাত তম। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মানুষের মুখে যথার্থভাবে খাদ্য ভুলে দিকে প্রতিবেশী দেশের থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে। শুধু তাই নয়। এক সময়ে আফ্রিকার ক্ষুবার্ত দেশগুলির থেকেও পিছিয়ে পড়েছি। পিছিয়ে পড়ার কারণ শুধুই কি করোনা। কিন্তু করোনাতে ভারতে দিশ্য দেখিয়েছে বলে ছাতি ফুলিয়ে বলেছে বিজেপির নেতামন্ত্রীগণ। এমনকি বিশ্বের জনপ্রিয় নেতার মর্যাদার মাননীয় নরেন্দ্র মোদি দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বলে তাঁর পারিষদ অনুগামীরা দেশের হয়ে গর্ব করেন অবরহ। ওও কথা ঠিক যে করোনাকালে আশি কোটি মানুষের জন্য সরকার খাবারের ব্যবস্থা করেছে। তবে তা করার পরেও এই সূচক। তাহলে এ দেশে মানুষের অবস্থা কোন পর্যায়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু এই সূচক নিয়ে বলতে হয় কারণ ভারতের স্থান তাঁর প্রতিবেশী সকল দেশের থেকে পিছনে। তার মানে প্রতিবেশী দেশ তাঁদের মানুষদের যেভাবে দেখভাল করেছে সেভাবে আমাদেরদেশ করতে পারে নি। কিন্তু আণরা তা প্রতিবেশী দেশের থেকে নিজেদের বেশি ক্ষমতাবান বলে গর্ব করি। সেই ক্ষমতা দিয়ে আমরা যে কোনো দেশকে উচিত শিক্ষা দিতে পারি। সেই গর্বে আমরা আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পথে হাঁটতে পারি। কিন্তু সেই আত্মনির্ভর ভারতে মানুষ এখনো খাদ্যনিভর হতে পারেনি। তাহলে এই আত্মনির্ভর কাদের জন্য। যদিও দেশের এক শতাংশ মানুষের হাতে তিয়াত্তর শতাংশ সম্পদ ছিল গত বছরে। আব এখন সেই হিসেব কষে সম্পত্তি কেবল তাঁদেরই বেড়েছে। লকডাউন ও করোনাকালে সাধারণ মানুষ যেখানে কর্মহীন থেকে নিঃস্ব হয়েছে, সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি বেড়েছে কয়েকশো গুণ। এই বিশ্বে ক্ষুধা সূচক বলে দেয়, তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কাদের নিয়ে। দেশের মানুষ ক্ষুধার্ত থাকলে দেশ এগিয়ে যায় কেমন করে। মানুষকে ফেলে রেখে দেশ এগিয়ে যেতে পারে কি? কাদের কাছে জনপ্রিয়? এ প্রশ্ন অবশ্যই আসে। তিনি অবশ্য জনপ্রিয় ছয়েছিলেন, তিনি হাজার কোটি টাকার একতার মূর্ত তৈরি করে। একতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও একতার রূপ প্রকট হচ্ছে ক্রমশ। ক্ষুধা সূচকে দেশের স্থান একুশো এক থেকে নেমে একশো-সাত তম। নিজেকে জনতার মন্দিরে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। অথচ তাঁর সেবায় ক্ষুর্ধাত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাহলে তিনি কাদের সেবা করলেন। মানুষ ক্ষুর্ধাত থাক তিনি কি তাই চান। ক্ষুর্ধাত মানুষ কপালের দোষ নিয়ে মন্দিরের দরজায় যাতে লাইন দিতে পারে তার ব্যবস্থায় এতটুকু ত্রূটি না থাকে সেদিকে রয়েছে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আবার হাজার হাজার কোটি ব্যায়ে ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় ভিস্তা তৈরির প্রয়োজন উপলব্ধ হয় দেশের গৌরবের নামে। এ গৌরর উন্নয়নের গৌরব। এই উন্নয়নে হয়তো মানুষের ক্ষুধা থাকা স্বাভাবিক। আর মানুষ ক্ষুধার্ত থাকলে তার পুষ্টি না থাকাটাও স্বাভাবিক। রিপোর্ট অনুযায়ী এ দেশের প্রায় সতেরো শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। উন্নয়নের প্রশ্নে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্য ছাড়া আর কি আছে? একশো দিনের কাজ আর মিড-ডে মিলের বরাদ্দ চার টাকা থেকে সাত টাকা মানুষের ক্ষুধা ও পুষ্টি নিবারণ করতে পুরোপুরি সমর্থ হলে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ক্রমশ নীচের দিকে যেত না। সূচকের মান নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক থাকে। কিন্তু উন্নয়নের গর্বে যে যখন থাকে তখন তার কোনো খামতি থাকে না। ক্ষুর্ধাত মানুষ শুধু উন্নয়নের এই আলোতে ঝলসে থাকে। এই অবস্থায় আসল আলোটাই তাঁর কাছে অচেনা থেকে যায়।

মানুষ অল্পেতে খুশি হয়ে যায় বলেই আসল আলোর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করতে পারে না। অল্পতে খুশি শব্দটি মনে করিয়ে দেয় কবিগুরু এক ছড়া। কবিগুরুর খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থে দামোদর শেঠকে কেবল খাওয়ার ব্যাপারে খুশি করার প্রশ্নই উঠে এসেছে ছড়াটিতে। হয়তো শেষ বলেই হয়তো তার আয়োজন খাওয়ার অনেক বড়ো করে তাঁকেই খুশি করার দরকার সব প্রশ্ন। কিন্তু আজকে বাস্তবে খুশি করার আয়োজন আর এক দামোদরের জন্য। তিনি শেঠ নন। কিন্তু সারা বিশ্বের এক ক্ষমতাশালী মানুষ। অথচ তিনি শেঠ নন, কিন্তু শেঠদের খুশি রাখার আয়োজনে ব্যস্ত। যদিও ও খুশি কোনো খাওয়ার প্রয়োজনে নয়। তাঁকে রক্ষা করার আয়োজনে। সেই রক্ষা করার আয়োজনে চাই বিলাসবহুল গাড়ি আর বিলাসবহুল বাড়ি। এটা না করলে শেঠ না হয়েও তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ হয়তো নাও হতে পারে। তাই তাঁর জন্য দুটি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে যার এক একটির দাম সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা। এত দামের বাড়ি গাড়ি বিলাসবহুল শুধু ই নয়, যে কোনো অবস্থাতেই তা ধ্বংস করে তার ব্যববহারকারীকে মারা যাবে না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন সেই ক্ষমতাবান মানুষটি হলেন নরেন্দ্র দামোদর মোদি। যদিও তিনি ক্ষমতাবান বিশ্বের চোখে, তিনি হলেন দেশের প্রধান সেবক, দেশ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। যদিও তিনি নিজেকে দেশের প্রধান চৌকিদার হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। একজন চৌকিদারের জন্য এত দানি দাড়ির প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? এ কথাটা নিন্দুকেরা হয়তো বুঝতে পারছে। এমন ধ্বংসপ্রুফ বিসালবহুল গাড়িতে চৌকিদার ঘুরে বেড়ালে তবে ত মানুষকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম। চৌকিদার যদি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাহলে পাহারা দেবে কি করে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের প্রহরায় যিনি থাকেন তাঁর জন্য যদি এমন ব্যবস্থা হয় তাহলে তাঁর চৌকিদারিতেই কোনো ফাঁক ফোকর নেই ত। আপামর জনসাধারণের ভালবাসা থাকলে তারাই ত তাঁকে রক্ষা করবেন। কিন্তু না তিনি সে ভরসা রাখে না। দেশমন্দিরের প্রধান পুরোহিত না থাকলে মন্দির বাঁচে না। আবার মন্দির না বাঁচলে তাঁর মত দেশসেবক দেশ বাঁচাতে পারে না। আর এটা কেউ কেউ বুঝতে পারে না যে দেশসেবায় সকলে সন্তুষ্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। এই মুহূর্তে হয়তো শ্রমিক খুশি নয়, কৃষক খুশি নয় কিন্তু বিশেষ বিশেষ শেঠরা খুশি। আসলে তিনি চৌকিদার। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# বিজ্ঞান নিয়ে গল্পকথা

দ্বিজেন শর্মা

শুরুতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিচয় থেকে একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই: ‘বড় অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চায় দেশে জ্ঞানের ক্ষুদ্র টুকরো জিনিসগুলো ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।’ এই যে পশ্চিমের উন্নত দেশের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই দেশকে উন্নতির এ পর্যায়ে আসতে দীর্ঘ মধ্যযুগের অন্ধকার পাড়ি দিতে হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছে, বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে এবং শিল্পবিপ্লব হয়েছে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে এসব পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি সেভাবে ঘটেনি। অবশ্য বাংলায় একটি রেনেসাঁ হয়েছিল। তাতে পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বৌদ্ধিক জগতে যে পরিবর্তন আসে, তাতে একটি নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এটাই আমাদের রেনেসাঁ। কিন্তু তার অনুষঙ্গ হিসেবে ইউরোপে যা যা ঘটেছে, আমাদের দেশে তার কিছুই ঘটেনি।

শিল্পবিপ্লব ঘটার যেসব সম্ভাবনা মোগল আমলে রোপিত হয়েছিল, ব্রিটিশরা সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটায়। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ গাছতলায় যে ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন, তা সেরূপ উর্বরতা পায়নি। তাই আমাদের কয়েকজন মহিরুহ বিজ্ঞানী থাকলেও তাঁদের প্রভাবে অজস্র বিজ্ঞানীর জন্ম হয়নি। এই উর্বরতা সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন, তা আমরা ইউরোপীয় রেনেসাঁয় দেখেছি। কিন্তু আমাদের এখানে এটি তৈরি হয়নি।

বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও লেখালেখির শুরু অনেক বছর আগে। আমি কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু লেখালেখি করেছিলাম। প্রথম লিখি সম্ভবত ১৯৬৩ সালে। আমি তখন ঢাকার নটর ডেম কলেজের শিক্ষক। সেখানে উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়াই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হায়াৎ মামুদ একদিন টাপুরটুপুর নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক এখলাস উদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে নটর ডেম কলেজে এলেন। এখলাস আমাকে তাঁর পত্রিকার জন্য একটি লেখা দিতে বললেন। আমি কিশোরদের জন্য এর আগে কিছু লিখিনি। কিন্তু তাঁদের না বলার উপায় ছিল না। ভাবতে লাগলাম, কী লিখি। আমার মনে পড়ল আরও কয়েক বছর আগের কথা।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র ছিলাম। ১৯৫৮ সালে ফাইনাল পরীক্ষার আগে সামরিক শাসন জারি হয়। সেই সময় গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ল্যাবরেটরিতে সপ্তাহ দুয়েক রাত কাটাই। তখন টেবিলের ওপর মোটা মোটা বই বালিশ বানিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। ঘুম আসত না। নানা অদ্ভুত শব্দ শুনতাম। এটাকে কেন্দ্র করেই একটি গল্প লিখে ফেলি। গল্পটির বিষয় হলো, এক বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে গভীর রাত অবধি কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাছে আছে একটি পাথরের টুকরা। তাতে আদিম যুগের কিছু জীবের ফসিলের ছাপ। এগুলো কত বছরের পুরোনো এবং তাতে কী জীবের ছাপ আছে, এটাই তাঁর গবেষণার বিষয়। তখনই এক অশরীরীর সঙ্গে ওই বিজ্ঞানীর আলাপ শুরু হয়। এই আলাপ নিয়েই গল্পটির শুরু।

কিশোর-কিশোরীদের জন্য খুব বেশি বই আমি লিখিনি বা লিখতে পারিনি। এই যে গল্পটির কথা এক্ষুনি বললাম, সে ধরনের গল্প লিখেছি সব মিলিয়ে ১০টি। ওই গল্পগুলো নিয়ে বইঘর নামে চট্টগ্রামের একটি প্রকাশনা সংস্থা বের করে আমার প্রথম বই জীবনের শেষ নেই।

আসলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো শিশুদের জন্য সহজ পাঠ্য ও আনন্দদায়ক করে লেখা মোটেও সহজ কাজ নয়। আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন এ ক্ষেত্রে আমাদের পথিকৃৎ সেটা ১৯৭৯ সালের ঘটনা। তারপর লিখেছি গাছের কথা ফুলের কথা, ফুলগুলি যেন কথা, প্রকৃতিমঙ্গল, বৃক্ষ ও বালিকার গল্প, গহন কোন বনের ধারে, এমি নামের দুরন্ত মেয়েটি (একটি রুশ কিশোর গল্পের ভাবানুবাদ) এবং একটি অনুবাদ সবুজ দ্বীপে প্রাণের মেলা। আরও কিছু বইও লিখেছি। সেগুলো কিশোর-কিশোরী ও বড়দের জন্য নানা প্রসঙ্গে। সেগুলোকে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না। পরে ওই লেখাগুলো আমার কিশোর সমগ্র বইতে সংকলিত হয়। আমার লেখা বইগুলো কিশোর-কিশোরীদের হাতে কতটা পৌঁছায়, তারা সেগুলো কতটা পছন্দ করেছে, তা বলা মুশকিল। দেখেছি আমার বইগুলোর এক একটি সংস্করণ শেষ হতে অনেক বছর লেগে যায়। কারণ কী হতে পারে? পরে ভেবে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ‘বলাই’ গল্পটি লিখেছেন, আমরা সেভাবে লিখতে পারিনি। বড়দের পক্ষে শিশুদের মন স্পর্শ করা খুবই কঠিন। এই সমস্যার কথাও বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুনশ্চ কাব্যে ‘ছেলেটা’ কবিতায়। কবিতাটির শেষের কয়েকটি লাইন হলো: আমি বললুম, ‘সে ত্রূটি আমারই।

থাকত ওর নিজের  
জগতের কবি,  
তা হলে গুবরে পোকা এত  
স্পষ্ট হত তার ছন্দে  
ও ছাড়তে পারত না।  
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি  
কি পেরেছি লিখতে  
আর সেই নেড়ী কুকুরের  
ট্র্যাজেডি!’

আসলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো শিশুদের জন্য সহজ পাঠ্য ও আনন্দদায়ক করে লেখা মোটেও সহজ কাজ নয়। আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দিন এ ক্ষেত্রে আমাদের পথিকৃৎ। তারপর তেমন কাউকে আমরা পাই না, যিনি মূতী সাহেবের মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের জন্য এতগুলো বই লিখেছেন। এর প্রধান কারণ মূলত সাহিত্যের গুণসম্পন্ন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের গুণসম্পন্ন সাহিত্যিকের বড় অভাব আমাদের দেশে। যে উর্বর ভূমির কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, সেই উর্বর ভূমি আমাদের দেশে আজও ততটা উর্বর হয়ে ওঠেনি। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান ছিল এবং আজও আছে। আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। আজকের কৃষিও তো একটি বিজ্ঞান, তাহলে কৃষিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান সাহিত্য গড়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

ঢাকার সংসদ ভবন সড়কে সোনালু বীথি ঢাকার সংসদ ভবন সড়কে সোনালু বীথি আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিনি। করেছি উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে। মার্কিন দার্শনিক হেনরি অ্যাডমস (১৮৩৮-১৯১৮) বলতেন, একজন শিক্ষক কখনোই বলতে পারেন না, তাঁর প্রভাব কত দূর গিয়ে থামে। এ ধরনের উদ্দীপক শিক্ষকের অভাব আমাদের দেশে প্রকট। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একত্রে মিশিয়ে ফেলি। বিজ্ঞান না হলে প্রযুক্তি যে অসম্ভব, সে কথা আমরা ভুলে যাই। ছাত্রছাত্রীদেরও বিজ্ঞানের প্রভাব ভালোভাবে বোঝাতে পারি না।

আমি মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে ২০ বছর অনুবাদকের কাজ করেছি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়, রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে যায়। ১৯৯২ সালে প্রগতি প্রকাশনে আমার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় জীবিকা অর্জনের জন্য মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে একটি বাংলা স্কুলে তিন বছর পড়াই। আমার জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সেই প্রথম। ছাত্রছাত্রী ছিল ১০ থেকে ১৫ জন। আমি সব বিষয়ই পড়াতামবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি। আমি গাছপালা দিয়ে স্কুলটি সাজিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবাই তেমন চৌকস ছিল না। তারা সবাই ছিল দূতাবাসের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে। আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষকের দক্ষতা ও ভালোবাসার ওপর। আমি ওদের জীববিদ্যার পাঠ্যবই পড়াতাম। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের ওপর খুব বেশি জোর না দিয়ে আমি ওদের প্রকৃতির বিচিত্র জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। আমাদের একটি মাইক্রোস্কোপ ছিল। সেটি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নানা জীবের অণুকাঠামো দেখাতাম। এ জগতের সঙ্গে ওদের আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি। ওরা আশ্চর্য ও মুগ্ধ হতো। ওই স্কুলে কোনো টেলিস্কোপ ছিল না, থাকলে ছাত্রছাত্রীদের মহাবিশ্ব দেখাতাম। আসলে বিদ্যালয়ে যা প্রয়োজন, তা হলো ছাত্রছাত্রীদের মনে বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করা। এই কাজেই আমাদের বড় ঘাটতি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষত যাদের আমরা খারাপ ছাত্র বা খারাপ ছাত্রী বলে থাকি, তারা সবাই ভালো ফলাফল করেছিল। এ নিয়ে আমার একটি লেখা আছে, যেটি সংকলিত হয়েছে বিজ্ঞান ও শিক্ষা: দায়বদ্ধতার নিরিখ বইতে।

আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষকের দক্ষতা ও ভালোবাসার ওপর

অরণ্যভূমির যে উর্বরতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেটা সৃষ্টি করতে প্রয়োজন শিল্পবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। অন্যথা এই ভূমি কখনোই নির্মিত হবে না। রাশিয়া অন্যান্য উন্নত দেশের মতো একটি উন্নত দেশ। তাদের বিদ্যালয়গুলো সুসংগঠিত। উপকরণের কোনো অভাব নেই এবং শিক্ষকেরাও দক্ষ। তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই উদ্বোধক শিক্ষকও আছেন। আমার ছেলেমেয়ে দুজনই বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা ভালোই করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউই বিজ্ঞানী হয়নি। বিজ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারটি আরেকটি গভীর রহস্য। হতে পারে সেটা মানবমনের গভীরে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে লুকানো থাকে। পরিবেশ তার বিকাশে সহায়তা জোগায়। দেখা যায়, উন্নত দেশেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানী হয় না। তবে বলা প্রয়োজন, রাশিয়ায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত এবং তার পরিমাণ বিপুল।

# সামান্য থেকে অসামান্য জ্যোতির্বিদ

আসিফ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাউন্ট উইলসনে আসেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল। খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর লোহিত বিচ্যুতি বা রক্তিম সরণ আবিষ্কারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ বসানো হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের স্বচ্ছ আকাশ লক্ষ্য করে মাউন্ট উইলসনে এই টেলিস্কোপ বসানোর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। একদল খচ্চরের পিঠে টেলিস্কোপের বড় অংশগুলো টেনে তুলতে হয়েছিল পাহাড়ের ওপরে। মিউল স্কিনার বা খচ্চর দলের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন এক তরুণ। নাম মিল্টন হুমাসন। তিনি যান্ত্রিক ও আলোক যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের পর্বতশীর্ষে নিয়ে যেতেও সহায়তা করতেন। ঘোড়ার পেছনে থাকা খচ্চর দলকে এগিয়ে নিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন হুমাসন। তাঁর শিকারি সাদা কুকুরটি ঘোড়ার জিনের পেছনে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা রাখত হুমাসনের কাঁধে। হুমাসন ছিলেন তামাকসেবী, ডকশ্রমিক, দক্ষ জুয়াড়ি ও পুল খেলোয়াড়। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণিও পার হতে পারেননি। অথচ এই মার্কিন নাগরিক পরে পরিণত হন সবচেয়ে দক্ষ পরীক্ষণ জ্যোতির্বিদে।

তাঁর পুরো নাম ছিল মিল্টন লা স্যালে হুমাসন। জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার ডজ সেন্টারে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্কুল থেকে ঝরে পড়েন হুমাসন। এরপর আর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া করেননি বা করতে পারেননি। তিনি পাহাড়-পর্বত ভালোবেসেছিলেন। তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল মাউন্ট উইলসন। উইলসন অবজারভেটরি নির্মাণ করার সময় পর্বতের ওপরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মিউল স্কিনার বা খচ্চর প্রতিপালকের দায়িত্ব পান। এরপর ১৯১৭ সালে লা ভার্নে একটি প্রজননকেন্দ্রে কাটানোর পর মানমন্দিরের দ্বাররক্ষকের দায়িত্ব পান তিনি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে অবজারভেটরিতে নাইট সহকারী হয়েছিলেন উইলসন। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও শান্ত স্বভাব তাঁকে পাহাড়ে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯১৯ সালে জর্জ এলারি হেল তাঁকে মাউন্ট উইলসনের স্টাফ সদস্য করে নেন। এটি নজিরবিহীন ছিল। যেহেতু হুমাসনের পিএইচডি, এমনকি উচ্চবিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাও ছিল না। তিনি দ্রুত হেলের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণিত করেন। কারণ, কয়েকটি মৌলিক পর্যবেক্ষণমূলক আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো হাবলের সূত্রসহ ভৌত কসমোলজির বিকাশে বড় ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল।

মাউন্ট উইলসনে টেলিস্কোপ নির্মাণের যন্ত্রপাতি হুমাসন খচ্চরচালিত গাড়িতে করে উঁচুতে নিয়ে যেতেন। এ জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। শুধু নিয়ে যাওয়াই নয়, যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যাপারে ছিল তার প্রবল উতাহ ও স্বাভাবিক কৌতূহল। প্রথমে মানমন্দিরটিতে তিনি ইলেকট্রিশিয়ানের সহকারী দ্বাররক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। নিজে যেসব টেলিস্কোপ স্থাপনে সাহায্য করেছেন, সেগুলোর মেঝে পরিচ্ছন্নতার কাজও তাঁকে করতে হতো। একদিন টেলিস্কোপ সহকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর কাজ হুমাসনকে করতে বলা হলো, যদি তিনি পারেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করলেন তিনি। এ ঘটনাই তাঁর ভাগ্য বদলে দিল। পেয়ে গেলেন টেলিস্কোপ অপারেটরের চাকরি। ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণে সহায়ক হয়ে উঠলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাউন্ট উইলসনে আসেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল। খুব দ্রুত বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। হাবল ছিলেন মেধাবী, সংস্কৃতিমান ও সামাজিক। হাবলই অবশেষে দেখান, সর্পিলাকার নীহারিকাগুলো আসলে ‘দ্বীপবিশ্ব’ বা ‘আইল্যান্ড ইউনিভার্স’। অর্থাৎ আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির মতো বিশালসংখ্যক নক্ষত্রের পুঞ্জ সেগুলো। আবার তিনি এমন এক নাক্ষত্রিক আদর্শ প্রদীপ বা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডল বের করেন, যাকে গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব পরিমাপে কাজে লাগানো যায়। হাবল ও হুমাসন মিলিতভাবে বেশ ভালোভাবে কাজটি এগিয়ে নেন। বেমানান জোড়া হওয়া সত্ত্বেও একত্রে সমঝোতা-সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান তাঁরা। লয়েল মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ ভি এম স্লিফারের নেতৃত্বে তাঁরা দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর বর্ণালি পরিমাপ শুরু করেন। দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান হুমাসন। সেখান থেকে আসা বর্ণালি ও আলোকচিত্র বিশ্লেষণেও দেখান অসামান্য পারদর্শিতা। একেবারে পেশাদার জ্যোতির্বিদের মতো। ১৯৫০ সালে লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি দেয়। ১৯৫৭ সালে তিনি অবসর নেন। এর আগে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির পূর্ণ স্টাফ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। নিজের কাজের গুরুত্ব, সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও গভীরভাবে বুঝেছিলেন। আবার জ্যোতির্বিদ সম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তিনি। আধুনিক কসমোলজির সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হলো বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের প্রসারণ। এই তত্ত্ব জন্ম হয় আলোক বর্ণালিতে ডপলার ইফেক্ট প্রয়োগ করে ধূমকেতু সি/১৯৬১ আবিষ্কার করেছিলেন হুমাসন। ধূমকেতুটি বিশাল পেরিহেলিয়নের জন্য বিখ্যাত। স্রেফ সুযোগের অভাবে প্লুটো আবিষ্কারের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। প্লুটোর আবিষ্কারকের মর্যাদা পান ক্লাইড টম্বগ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# মহারাষ্ট্রে বিয়েবাড়ি ফেরত বাসে আগুনে ঝলসে মৃত ২৫; শোকস্তব্ধ মোদী ও শাহের, আর্থিক সাহায্য ঘোষণা

মুম্বই, ১ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় সমৃদ্ধি মহামার্গ এক্সপ্রেসওয়েতে (মুম্বই-নাগপুর এক্সপ্রেসওয়ে) বিয়েবাড়ি ফেরত বাসে ভয়াবহ আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ২৫ যাত্রীর। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মৃতদের মধ্যে ৩টি শিশু রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে পুণে যাচ্ছিল বাসটি। বাসটিতে প্রায় ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। শনিবার ভোররাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ বাসটিতে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। ডেপুটি পুলিশ সুপার বাবুরাম মহামুনি বলেছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে কমপক্ষে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। বুলধানার এসপি সুনীল কাদাসানে বলেছেন, টায়ার ফেটে যাওয়ার কারণে বাসটি উল্টে যায়, তারপরই আগুন ধরে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে বাসটি বিয়েবাড়ির যাত্রীদের নিয়ে ফিরছিল। তখনই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। বাসের ডিজেল ট্যাঙ্ক ফেটে যাওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বুলধানা পুলিশের ডেপুটি এসপি বাবুরাও মহামুনি বলেন, ''বাস থেকে কমপক্ষে ২৫টি মৃতদেহ বার করা হয়েছে। বাসটিতে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। অনেকে আহত হয়েছেন। আহতদের বুলধানার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।''

ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন বলেছেন, বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, প্রয়োজন হলে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে দেহগুলি শনাক্ত করা হবে।

## নালিশ জানাতে কোচবিহারে রাজ্যপালের দরবারে নিশীথ প্রামাণিক

দিনহাটা, ১ জুলাই (হি. স.) : নির্বিঘ্নে ভোটপ্রক্রিয়ার দাবি জানিয়ে কোচবিহারে রাজ্যপালের দরবারে হাজির হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি বলেন, 'জেলাজুড়ে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গজুড়ে যেভাবে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সে বিষয়ে কথা বলব। পাশাপাশি ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় তা নিয়েও রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলব।'

ভোটের পরও কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল যেভাবে এখানের পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছে অন্তত ভোটের পরবর্তী এক মাস এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা দরকার।' পাশাপাশি এদিন পুলিশ প্রশাসনের একাংশকেও বিঁধলেন তিনি। যদিও তৃণমূল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও সেখানে রয়েছেন বিজেপির ৫ বিধায়ক। তাঁরা তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন বলে জানান।

শনিবার সকাল থেকে কোচবিহারের সার্কিট হাউসের সামনে ভিড় সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতেই রাজ্যপালের কোচবিহার যাওয়ার কর্মসূচি ছিল। কিন্তু আবহাওয়া জনিত কারণে সেই কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়। তারপর গতকাল কালিম্পং থেকে ফেরার পথে রাজ্যপাল সরাসরি কোচবিহার যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কোচবিহারে পৌঁছেই সাংবাদিক বৈঠক করেন সি ভি আনন্দ বোস। বলেন, যে কেউ তাঁর গাড়ি থামিয়ে তাঁকে অভিযোগ জানাতে পারেন। কোনভাবেই হিংসা বরদাস্ত নয় বলে জানিয়ে দেন তিনি। সেইমতো এদিন বিরোধীরা তাঁদের অভিযোগ জানাতে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছেন। কোচবিহারের বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার কথা রাজ্যপালের। দেখা করতে পারেন রাজনৈতিক হিংসায় জখম বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। এরপর দিনহাটায় যাওয়ার কথা তাঁর।

## বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার সূচনা হয়ে গেল, বালতাল থেকে পবিত্র গুহার উদ্দেশে রওনা পুণ্যার্থীরা

শ্রীনগর, ১ জুলাই (হি.স.): দীর্ঘ বছরভর প্রতীক্ষার অবশেষে অবসান, চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়ে গেল শনিবার থেকে। ৬২ দিনের তীর্থযাত্রা চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরওয়াল জেলার বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। তীর্থযাত্রা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ডেপুটি কমিশনার শ্যামবীর বলেছেন, 'সকলের সফল যাত্রা কামনা করছি। পুণ্যার্থীদের তাঁদের জন্য উপলব্ধ সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সাত হাজার থেকে আট হাজার পুণ্যার্থী রয়েছেন। রেজিস্ট্রেশন এখনও চলছে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সাহায্য করার জন্য সর্বত্র আছে।'

এবারের অমরনাথ যাত্রায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিআরডিও-র দ্বারা নির্মিত হাসপাতালে ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে, এই হাসপাতাল থাকার ফলে জরুরি সময়ে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন পুণ্যার্থীরা। বালতাল এবং চন্দনওয়ারি হাসপাতালগুলিকে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিসিপি)-র অধীনে অমরনাথ যাত্রাকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আবার পুণ্যার্থীদের খাবার নিয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ তীর্থযাত্রা পরিচালন বোর্ড। কোন কোন খাবার নেওয়া অথবা খাওয়া যাবে না, তার একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। ফাস্ট ফুড, নরম পানীয়, জিলিপি, হালুয়ার মতো মিষ্টি, পুরী এবং ছোলা ভাটুরার মতো তৈলাক্ত খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অমরনাথ বোর্ড। পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই এই ধরনের খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাঁরা।

## রোদ-বৃষ্টির খেলায় মেতেছে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরের ৫টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.): কখনও রোদ, কখনও আবার বৃষ্টি। রোদ-বৃষ্টির এই খেলায় মেতেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে। আবহাওয়া রয়েছে মনোরমই, তাপমাত্রার পারদও করছে ওঠানামা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবার ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, দুই দিনাজপুরে বৃষ্টি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জলস্তর বাড়তে পারে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, সংকোষ নদীতে। প্রবল বৃষ্টির জেরে পার্বত্য এলাকায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি প্লাবিত হতে পারে নীচু এলাকা। জারি করা হয়েছে ধসের সতর্কতাও।

## বুলধানায় বাস দুর্ঘটনায় চালক ও কন্ডাক্টর পুলিশ হেফাজতে

বুলধানা, ১ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর এমনটাই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন। শনিবার ভোররাতে বুলধানা জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের ও আহত হয়েছেন ৮ জন।

পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন চালক ও কন্ডাক্টর। সেই দু''''জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী গিরিশ মহাজন। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে দেহগুলি। প্রশাসন সূত্রের খবর, দেহ শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হতে পারে। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশও তা জানিয়েছেন।

## হাওড়া থেকে ট্যাক্সি ধরে গাঁজা পাচারের চেষ্টা! মহিলা ও যুবক-সহ লক্ষাধিক টাকার মাদক আটক

হুগলি, ১ জুলাই (হি.স.): একেবারে সাধারণ যাত্রীদের মতোই ট্যাক্সি ভাড়া করে পাচার করা হচ্ছিল লক্ষাধিক টাকার গাঁজা। সেই মাদক-সহ এক মহিলা এবং এক যুবককে আটক করল পুলিশ। শনিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে হুগলির ব্যান্ডেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে নাকা চেকিং চলছিল ব্যান্ডেলের কেওটা চেকপোস্ট এলাকায়। সেখানে একটি হলুদ ট্যাক্সিকে সন্দেহের বশে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি কলকাতার দিক থেকে হুগলির মগরার দিকে যাচ্ছিল। তল্লাশিতে ট্যাক্সি থেকে উদ্ধার হয় ১০ কিলোগ্রাম গাঁজা। ওই গাড়িতে চালক ছাড়াও ছিলেন এক মহিলা এবং এক যুবক। তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম কল্পনা হালদার, সাগর তামাং এবং গাড়িচালক পুরুষোত্তম ঝা। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মাদক, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

## উষ্ণ জুলাই-এ এবার স্বাভাবিকই হবে বর্ষার বৃষ্টি : আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): উষ্ণ জুলাই-এ এবার স্বাভাবিক হবে বর্ষার বৃষ্টি। এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ বাদ দিয়ে জুলাই মাসে সমগ্র দেশে বর্ষা স্বাভাবিক হতে পারে। আইএমডি-র মহাপরিচালক মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, জুন মাসে বৃষ্টির যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সেই ঘাটতি মেটাবে জুলাইয়ের বর্ষণ। জুন মাসে ১৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে, বিহার এবং কেরলে যথাক্রমে স্বাভাবিকের চেয়ে ৬৯ শতাংশ এবং ৬০ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্য গরমের দহনজ্বালায় জ্বলেছে, নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে। যাইহোক, আইএমডি জানাল, জুলাইয়ে এবার স্বাভাবিকই হবে বর্ষার বৃষ্টি।

## ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাটের নানা প্রান্ত, জলমগ্ন গান্ধীধাম রেল স্টেশন

আহমেদাবাদ, ১ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না গুজরাটে, বরং বৃষ্টির দাপট বেড়েই চলেছে। ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গুজরাটের বিভিন্ন জেলার নানা অংশ। শনিবার সকালেই দেখা যায়, গুজরাটের কচ্ছ জেলার গান্ধীধাম রেল স্টেশন চত্বর একেবারে জলের তলায়। স্টেশন চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ায় ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যাত্রীরা। আবার গুজরাটের জুনাগড়ের কালবা নদী অবিরাম বৃষ্টিতে ফুঁসছে, বেড়েছে জলস্তর। নদীর জল সমতলে উঠে পড়ায় জলমগ্ন বিস্তীর্ণ প্রান্ত। বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। গুজরাটে গত দু'দিন ধরে একটানা ভারী বৃষ্টি ইতিমধ্যে মোট ন'জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। জলমগ্ন জুনাগড়, সুরাট এবং তাপী জেলা-সহ একাধিক এলাকা। তবে ভারী বৃষ্টি থেকে আপাতত রেহাই নেই গুজরাটবাসীর। সোমবার পর্যন্ত গুজরাটে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

## লাগাতার বৃষ্টিতে ঊর্ধমুখী টমেটোর দাম

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): লাগাতার বৃষ্টির জেরে টমেটোর দাম ক্রমশই বাড়ছে। গুজরাট ও চেন্নাই-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ১২০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম বিক্রি হচ্ছে টমেটো। টমেটোর দাম বৃদ্ধির ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কম টমেটো কিনছেন ক্রেতারা। ফলে বিক্রেতারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

শনিবার সকালে চেন্নাইয়ের কোয়ামবেডু পাইকারি বাজারে ১২০ টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি হয়েছে টমেটো। ক্রেতারা বলছেন, টমেটোর দাম ১২০ টাকা প্রতি কেজি ছাড়িয়েছে। আবার দিল্লি, হায়দরাবাদ, কলকাতা-সর্বত্রই বিগত কয়েকদিন ধরে সব্জির দাম ঊর্ধমুখী। স্বাভাবিকভাবেই পকেটে টান পড়ছে ক্রেতাদের।

## ২০ জুলাই থেকে শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। চলবে আগস্ট মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত। শনিবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে সংসদের বাদল অধিবেশন, চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। এবারের বাদল অধিবেশনেই তিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনায় অবদান রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। এবারের বাদল অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এই অধিবেশনে বিভিন্ন বিল পাশ ও উত্থাপন করতে পারে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

## ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিম্নমুখীই; সক্রিয় রোগী কমে ১,৫১৩, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৪০ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫১৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।

মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯০৬।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৮০৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৪৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৮,৯০৬ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ জুন সারা দিনে ভারতে ৪৮,৪১১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্যকর স্যালাড বানাতে পারেন ডিম দিয়ে

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। শারীরিক তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই সব ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদেরা খাবারের তালিকায় রোজ একটি করে ডিম রাখতে বলেন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখতে জিমের প্রশিক্ষকেরাও একই পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ দিকে, সকালের জলখাবারে খুব বেশি সময় দিয়ে রান্না করাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। অথচ শরীরে প্রোটিনের, ক্যালশিয়ামের জোগান ঠিক রাখতে পারে ডিম। এ ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ এবং ডি। তাই প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া আবশ্যক। রন্ধনশিল্পীরা বলেন, সেদ্ধ ছাড়াও ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। কাজে বেরোনোর আগে কম সময়ে চটজলদি কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তার প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ ডিম: ২টি পেঁয়াজপাতা: সামান্য গোলমরিচ: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ লেটুস পাতা: ২-৩টি প্রণালী ১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন ভাল ভাবে সেদ্ধ হয়। ২) এ বার সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ৩) একটি পাত্রের মধ্যে টুকরো করা ডিম, পেঁয়াজ পাতা এবং লেটুস কুচি করে দিয়ে দিন। ৪) স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। ঝাল খেতে অসুবিধা হলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে অরিগ্যানো বা অন্য কোনও মশলা দিতে পারেন। ৫) সব শেষে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সব উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন।

## বাতের ব্যথায় মাটিতে পা ফেলা দায়?

বাতের ব্যথা এখন ঘরে-ঘরে। বয়সের আগেই এই সমস্যার শিকার অনেকেই। অনিয়মিত, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বংশগত কারণ, রোগের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসাতো আছেই, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু ফল রয়েছে যা কমায় আর্থারাইটিসের ঝুঁকি?

জেনে নিন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে যোগ করবেন কী-কী খাবার

আপেল: কথাতেই আছে, "আন অ্যাপেল অ্যা ডে, কিপস দ ডক্টর অ্যাওয়ে।" অর্থাতশরীরের জন্য আপেল ভীষণ উপকারি একটি ফল। আর্থারাইটিসের জন্যও এই ফলের জুড়ি নেই। এতে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট রয়েছে। যা ব্যথা কমায়। এছাড়া এতে উপস্থিত কোয়ারসেটিন দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

চেরি: টার্চ চেরি বাতের জন্য অতন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্থোসায়ানিন রয়েছে। যা চটজলদি বাতের বথা কমাতে সাহায্য করে।

আনারস: আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন। যা যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। জয়েন্টের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এই ফল। অবশ্যই ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

কমলালেবু: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উত হল কমলালেবু। এছাড়াও রয়েছে অক্সিডেটিভ, যা আর্থারাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। তাই বেশি করে কমলালেবু খান।

ব্লুবেরি: ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের প্রদাহ কমায়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা বাতের ব্যথা কমায়।

মাছ: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন চিংড়ি, কাঁকড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন এই ধরনের মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু গবেষণা বলছে, টানা আট সপ্তাহ এই ধরনের মাছ খেলে যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমে। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাতের ব্যথারও।

রসুন: আদিকাল থেকে বাতের ব্যথার উপশম হিসেবে ববহার হয়ে আসছে রসুন। বাতের ব্যথায় আরাম পেতে তাই রসুন তেল মালিশ করার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে শুধু মালিশ করলেই হবে না। এর পাশাপাশি গোটা রসুন খেলেও উপকার পাবেন।

আদা: রসুনের মতো আদাতেও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। যা বাতের ব্যথা থেকে আরাম দেয়। খাবারের সঙ্গে বা গোটা আদা চিবিয়ে খেয়ে দেখুন, উপকার পাবেন।

ব্রোকোলি: ব্রোকোলি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিনকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর সুস্থ থাকে ও বথাও কমে।

পালং শাক: হাজার গুণে ভরপুর পালং শাক বাতের ব্যথা থেকও দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে।

আঙুর: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

## সপ্তাহখানেক আগে আটা মেখে রাখলেও কালো হবে না

রাতে রুটি খান অনেকেই। প্রতি দিনই রুটি বানাতে হয় বলে খাটনি কমাতে অনেকেই একেবারে আটা মেখে রেখে দেন। তাতে সময়ও বাঁচে। পরিশ্রমও কম হয়। আটা মাখা থাকলে খুব বেশি চিন্তাও হয় না। খাওয়ার আগে গরম গরম রুটি সেঁকে নিলেই হল। কিন্তু আটা মেখে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। দীর্ঘ দিন কী ভাবে ভাল রাখবেন আটা মাখা?

১) আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে অল্প তেল অথবা ঘি মিশিয়ে নিন। আটা বেশ নরমও হবে। আর এ ভাবে মেখে রেখে দিলেও অনেক দিন ভাল থাকবে।

২) আটা মেখে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রেখে দিতে পারেন। এতে আটা নরম থাকবে। শক্ত হয়ে যাবে না। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সেও ভরে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দিনে এক বার কিছু ক্ষণের জন্য বাক্সের ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

৩) আটা মাখার পর মণ্ডটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। দেখবেন কোনও ভাবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এমন ভাবে রাখলে বেশ কিছু দিন ভাল থাকবে।

৪) আটা মেখে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন জিপলক ব্যাগ। আটা মাখার কিছু ক্ষণ পর মণ্ডটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিন। আবার রুটি করার কিছু ক্ষণ আগে বার করে নিন।

৫) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আটা মেখে রাখবেন না। তাতে আটা কালো হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরেরই শুকনো কোনও জায়গায় বাক্সতে ভরে রেখে দিন।

## শ্বাসকষ্ট আছে বলে শরীরচর্চা করেন না?

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুতেই বিধিনিষেধ চলে আসে। বিশেষ করে শরীরচর্চার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, একটু ভারী কাজ করলেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ শরীরচর্চা করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার সমস্যাটিকে চিকিতা পরিভাষায় বলা হয় "এক্সারসাইজ ইনডিউসড অ্যাজমা" (ইআইবি)।

শরীরচর্চার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, হাঁচি, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি হল "ইআইবি"-র উপসর্গ। তবে ঝুঁকি এড়াতে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া বোকামি। তার চেয়ে কয়েকটি উপায় মেনে চললে শরীরচর্চা করলেও সমস্যা হবে না।

১) শরীরচর্চার আগে হালকা "ওয়ার্ম আপ" করে নিন। ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে উপকার পেতে পারেন। শুরুতেই যদি শরীরচর্চা শুরু করে দেন, তা হলে মুশকিলে পড়তে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন কি না, সেটা একমাত্র চিকিতকই বলতে পারবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে যদি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। সঙ্গে ইনহেলার রাখতে ভুলবেন না। শরীরচর্চা করতে গিয়ে যদি বুঝতে পারেন কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তখনি ব্যায়াম করা বন্ধ করুন। জোর করে না করাই ভাল।

৩) ভারী শরীরচর্চার বদলে সাঁতার কাটতে পারেন। এতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, তবে অন্যান্য শরীরচর্চার মতো নয়। জলের উপর হালকা করে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

## সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে সুগার?

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

## ডায়েট কোক থেকেও হতে পারে ক্যানসার

অ্যাসপারটেম নামক কৃত্রিম চিনি থেকে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ, সম্প্রতি ওয়াসিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এক মাস আগেই কৃত্রিম চিনির বহুল ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হু-এর ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আগামী মাসেই অ্যাসপারটেমকে কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) বলে ঘোষণা করবে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অ্যাসপারটেম ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বার এর নিরাপত্তা পর্যালোচনা পর্ব চলেছে। ভারত-সহ আরও ৯০ টি দেশে এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয়। কোকো কোলার ডায়েট কোক, মার্স এক্সট্রা চুয়িংগামে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসপারটেমে ক্যালোরির মাত্রা শূন্য। এক চামচ চিনির তুলনায় এটি ২০ গুণ বেশি মিষ্টি। ৯৫ শতাংশ কার্বোনেটেড নরম পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। বাজারে যে সব "ইনস্ট্যান্ট টি" বা তৈরি করা চা পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯০ শতাংশতেই এই যৌগ থাকে।

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফেসএসএআই) নির্দেশ অনুযায়ী যে খাবার কিংবা পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হবে, তাদের বাইরের কভারে যৌগটির নাম অবশ্যই লিখতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তাদের দাবি, এই খবরের প্রভাবে সাধারণের চিনি খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে শরীরের আরও বেশি ক্ষতি হবে। তাদের দাবি অ্যাসপারটেম নিয়ে হু-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গবেষণা ভিত্তিহীন।

## জন্ডিসে লিভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়

গরমে জন্ডিস, পেটের সমস্যা এসব খুবই বাড়ে। তবে জন্ডিসের মত রোগ নিয়ে হেলাফেলা নয়। এতে লিভারের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। এমনকী লিভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। জন্ডিস হলে লিভার বিলিরুবিন ফিল্টার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হল হলুদ রঙের একটি পদার্থ যা লাল রক্তকণিকা ভেঙে তৈরি হয়।

এই বিলিরুবিন রক্তে জমতে শুরু করলেই ত্বক, চোখ, মাড়ি এসব হলুদ হয়ে যায়। আর এই দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে জন্ডিস হয়েছে কিনা। জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চোখ, ত্বক শরীরের টিস্যুগুলি হলুদ হয়ে যায়। এর ফলে জন্ডিস হলে চোখ, ত্বক এসব হলুদ হতে শুরু করে। জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ে সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মলের রঙে পরিবর্তন, পেটে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এসব থাকেই। বিলিরুবিন হল বিষাক্ত পদার্থ যা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে। এমনকী জন্ডিস থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর তাই জন্ডিসে ডায়েট মেনে তলতেই হবে। আর তাই লিভার থেকে ডিটক্সিফিকেশন হওয়া খুবই জরুরি। শরীরে যদি টক্সিন জমতে থাকে সেখান থেকে সমস্যার একশেষ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আর সেইমত খাবার খান।

ফ্রেশ সবজি আর ফল খেতেই হবে। এই সবজি-ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ফাইবার, যা আমাদের বিপাকে সাহায্য করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হজমেও সাহায্য করে। আঙুর, পেঁপে, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, কচু, টমেটো, গাজর, ব্রকোলি, ফুলকপি, ক্র্যানবেরি, ব্লুবেরি এসব খান। সেই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা-মুগ, রসুন, শাক, আদা এসবও নিয়ম করে খান।

আদা-তুলসি-লুদ এসব দিয়ে চা বানিয়ে খান। এর মধ্যে ক্যাফাইনের ভাগ বেশি থাকে। এছাড়াও ব্ল্যাক কফি ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে।

লিভারের জন্য খুব ভাল হল গোটা শস্যদানা। ওটস, বিভিন্ন বীজ, শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখুন ডায়েটে। সেই সঙ্গে বাদাম কিন্তু রাখতে হবে। আমন্ডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ই। সেই সঙ্গে ফেনোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও আছে ফাইবার আর হেলদি ফ্যাট। রেড মিট আর বড় মাছ কোনও ভাবেই নয়। ছোট মাছ খান। চিকেন খান। আর চিকেনের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, অ্যালকোহল, কার্বোহাইড্রেট। যা প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। লেবু জল, গ্রিন টি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত খাবার খান।

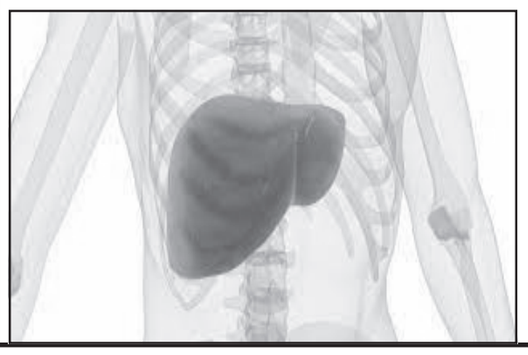

## কোন কোন তেল দিয়ে রান্না করলে সুস্থ থাকবে শরীর?

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় একটা বিধিনিষেধ চলে আসে। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেল-মশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চিকিতকেরাও তেমনটাই বলে থাকেন। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে বাড়ির খাবার হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। কোন তেল দিয়ে রাঁধলে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে? অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে রয়েছে সব ধরনের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবেটিক নয়, যাঁরা হৃদ্রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। ডায়াবেটিকেরা অলিভ অয়েলে করা রান্না খেতে পারেন। ছবি: সংগৃহীত। বাদাম তেল শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিসির তেল ওজন কমাতে নিয়ম করে তিসির বীজ খান অনেকেই। পাশাপাশি তিসির তেলও শরীরের জন্য উপকারী। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে তিসির তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। তিসিতে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া তিসির বীজে রয়েছে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই ফ্যাট কোলেস্টেরল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সবেরই মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

## আপনি কি জানেন, স্মার্ট ওয়াচ ঠিক কতটা আপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকি বাড়াচ্ছে!

প্রতিদিন নতুন নতুন প্রডাক্ট চালু হচ্ছে যা জীবনকে অনেক সহজ করে তুলছে। ভারতে গত কয়েক বছরে স্মার্টওয়াচের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ রিপোর্ট অনুসারে, জুন ত্রৈমাসিকে প্রথমবারের মতো, ভারত চিনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টওয়াচের বাজারে পরিণত হয়েছে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী স্মার্টওয়াচের বাজারে ভারতের অংশ ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তর আমেরিকার ২৫ শতাংশ এবং চিনের ১৬ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্মার্টওয়াচ হল একটি ডিজিটাল ঘড়ি যা আপনার কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে এবং আপনি সেই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আজকের সময়ে, লোকেরা ফিটনেসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, ক্যালোরি বার্ন দেখতে, হাঁটার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে, ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে, ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করতে, হৃদস্পন্দন মাপা ইত্যাদির জন্য স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করছে।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেখান প্রাপ্ত ডেটা একেবারে সঠিক তথ্য ভেবে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এটা করা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একটি স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা এবং এর ডেটা বিশ্বাস করা কতটা সঠিক? আমরা কি একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসেবে স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারি? আমরা এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি এবং জানতে পেরেছি যে স্মার্টওয়াচ থেকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য তথ্যের উপর আস্থা রাখা কতটা সঠিক।

# মোদীজির নেতৃত্বে সমবায় ক্ষেত্রে অনেক পদক্ষেপ ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): মোদীজির নেতৃত্বে সমবায় ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জানালেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, প্রথমত সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে, নরেন্দ্র মোদী সরকার রাজ্য ও কেন্দ্রের অধিকারকে ক্ষুন্ন না করেই সমবায় আইনে অভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছে। মোদীজির উদ্যোগে, বহু-রাষ্ট্রীয় সমবায় সমিতি আইন সংশোধনের কাজ সংসদীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পন্ন করেছে এবং এই অধিবেশনের মধ্যেই এই আইন আসতে চলেছে।শনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ১৭-তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। এই সম্মেলনে তিনি বলেছেন, আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের বয়স প্রায় ১১৫ বছর। স্বাধীনতার পর থেকে সমবায় সেক্টরে শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল সমবায় মন্ত্রককে আলাদা করতে হবে। একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক করার দাবি ৭৫ বছর ধরে ঝুলে ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন, তখন একটি স্বায়ত্তশাসিত সমবায় মন্ত্রক তৈরি করা হয়।অমিত শাহ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবং একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী ও সচিব নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত মন্ত্রক গঠনের ফলে সমবায় মন্ত্রক ও সমবায় ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এবং পরিবর্তন হবে। ভবিষ্যতেও তা অবিরত থাকবে। অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, আমরা চিনিকলের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ট্যাক্স ঝামেলা এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের সমস্যা না হয় সেই ব্যবস্থা করেছি।

## কেনিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫১ জন

নাইরোবি, ১ জুলাই (হি.স.) : কেনিয়ায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় অন্তত ৩৬ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। একটি দ্রুতগামী লরি কেরিচোর দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মিনিবাসে ধাক্কা দিয়ে তার ওপর উঠে যায়। সেইসময় বেশ কয়েকটি গাড়িকে লরিটি ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পরে বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মিনিবাস এবং ট্রাকগুলির পাশাপাশি গাড়ি ও মোটরসাইকেলের টুকরো টুকরো হতে দেখা যাচ্ছে। আঞ্চলিক পুলিশ কমান্ডার টম ওডেরা এর আগে মৃতের সংখ্যা ৪৮ বলে জানিয়েছিলেন। পরে যানবাহনের নিচে আরো তিনজনের দেহ পাওয়ায় দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১।এর বাইরে অন্তত ৩৬ জন আহত হয়েছেন, যাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতালে আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। কেনিয়া রেড ক্রস জানিয়েছে, লরিটি ছয়টিরও বেশি যানবাহনকে ধাক্কা দেয়। পাশাপাশি বহু পথচারীও পিষ্ট হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অনেক যুবক ও ব্যবসায়ীও রয়েছেন। দুর্ঘটনায় কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো শোক প্রকাশ করেছেন।

# নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের বুধবার তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষকে তলব করল ইডি

কলকাতা, ১ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার প্রায় ১১ ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তৃণমূল যুব নেত্রী সায়নী ঘোষকে তলব করল ইডি। আগামী বুধবার অর্থাৎ ৫ জুলাই তলব করা হয়েছে তাঁকে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষের সম্পত্তির বিষয়ে তদন্ত করতে গিয়েই অভিনেত্রী সায়নী ঘোষের নাম সামনে আসে। অভিযোগ ওঠে, কুন্তল ঘোষ তাঁকে কলকাতার একটি বহুতল আবাসনে ফ্ল্যাট ও গাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তার বদলে কোনও টাকা লেনদেন হয়েছিল কিনা, ইডি তা জানার চেষ্টা করে।আর তার জেরে গত মঙ্গলবার সায়নী ঘোষের কাছে ইডি'র প্রথম নোটিস পৌঁছয়। তার পর থেকে আর সায়নী 'বেপাত্তা' হয়ে গিয়েছেন বলেই দাবি করে বিরোধীরা। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুক্রবার সকাল ১১টা ২২ মিনিট নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন সায়নী। বেশ হাসিমুখে ইডি দফতরে ঢুকতেও দেখা যায় তাঁকে। টানা ১১ ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার রাত ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ ইডি দফতর থেকে বের হন সায়নী। তনি বলেন, "১০০ শতাংশ সহযোগিতা করেছি। আশা করি তাঁরা সন্তুষ্ট। আজ ১১ ঘণ্টা ছিলাম। তদন্তের স্বার্থে দরকারে ২৪ ঘণ্টা থাকতে হলে থাকব।" তৃণমূল যুব নেত্রী আরও বলেন, "আজ প্রাথমিক কিছু নথি নিয়ে ইডি ডেকেছিল। আরও কিছু নথির ডিটেল আনতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে আবার তলব করা হবে। আমাকে আরও একবার আসতে হবে। প্রয়োজনে একশোবার আসব।" সেই মতো আগামী ৫ জুলাই সায়নীকে দ্বিতীয়বার তলব করেছে ইডি। ভোটের আগে সিজিও কমপ্লেক্সে সায়নী হাজিরা দেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

## বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করিমগঞ্জের বারইগ্রামে, তদন্তে পাথারকান্দি পুলিশ

পাথারকান্দি (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : আজ শনিবার সকালে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন বারইগ্রামের বন্দরকোণা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর খালপাড় গ্রামে কাজি নজরুল ইসলাম এলপি স্কুলের পাশে জনৈক ব্যক্তির বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার হয়েছে। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বারইগ্রাম ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে এ খবর শুনে জমায়েত হতে থাকেন গ্রামের বহু মানুষ। এতে উত্তেজনাও ছড়ায়। পরিস্থিতি শামাল দিতে দলবল নিয়ে মাঠে নামেন নিলামবাজারের সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও পাথারকান্দি থানার ওসি ইনস্পেক্টর ওসি সমরজিৎ বসুমতরি। পরে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মৃতদেহের প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ওসি বসুমতারি জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার মৈনা জিপি-র বাসিন্দা বছর ৪৫-এর আব্দুল সালামের। তিনি জানান, গত শনিবার থেকে নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন আব্দুল সালাম। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। জানান, ঘটনাকে তাঁরা খুনঘটিত বলে মনে করছেন।

এদিকে, কেউ কেউ মনে করছেন মৃত ব্যক্তিটি পরকীয়ার জেরে তাঁর প্রতিপক্ষের হাতে খুন হয়েছেন। তবে গ্রামের এক মহলের ধারণা, পুরনো শত্রুতার জন্য অপহরণ করে শেষে খুন করা হয়েছে।

## তিস্তার জামিনের আর্জি খারিজ গুজরাট হাইকোর্টে, অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

আহমেদাবাদ, ১ জুলাই (হি.স.): বিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের জামিনের আবেদন শনিবার খারিজ করে দিল গুজরাট হাই কোর্ট।

জামিন-আর্জি খারিজ করে দিয়ে অবিলম্বে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ২০০২ সালে গুজরাট হিংসায় তথ্যপ্রমাণ বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছে তিস্তার বিরুদ্ধে। সেই মামলায় তিস্তার জামিনের আর্জি খারিজ করে দিল গুজরাটের উচ্চ আদালত।

২০০২ সালে গোধরা পরবর্তী গুজরাট হিংসা নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে তিস্তা শেতলবাদের বিরুদ্ধে। ২০২২ সালের ২৫ জুন তিস্তাকে গ্রেফতার করেছিল গুজরাট পুলিশ। গ্রেফতার হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরে জামিন পেয়েছিলেন তিনি। গুজরাটের জঙ্গি দমন শাখার (এটিএস) হাতে ধৃত তিস্তার আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল।

কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

## অসমে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি, বন্যার্তের সংখ্যা ২০ হাজারের নীচে

গুয়াহাটি, ১ জুলাই (হি.স.) : অসমে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। বন্যার্তের সংখ্যাও কমেছে ২০ হাজারের নীচে। তবে উজান অসমের লখিমপুর এবং ডিব্রুগড় জেলার বন্যা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। এদিকে শুক্রবার শেষ রাত থেকে আবার বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে ফের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশংকায় ভুগছেন মানুষ।

গতকাল শুক্রবার রাতে রাজ্য দুর্যোগে মোকাবিলা দফতর কর্তৃক জারিকৃত রিপোর্টে এ খবর দিয়ে বলা হয়েছে, অসমের বন্যা পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুয়ায়ী এ পর্যন্ত বন্যার্তের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষে থেকে কমে হয়েছে ১৯,৬৫৬।

বৃহস্পতিবার এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৮ হাজার এবং বুধবার ছিল ৮৩ হাজার। তবে এখনও লখিমপুর, ডিব্রুগড়, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, গোলাঘাট, যোড়হাট, বজালি এবং কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার কিছু অংশে বন্যার জল রয়েছে।

অবশ্য নতুন করে কোনও প্রাণহানির খবর নেই। প্রসঙ্গত, এ বছরের প্রথম বন্যায় মৃতের সংখ্যা সাতে দাঁড়িয়েছে। জল নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ মানুষ স্বগৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় নলবাড়ি, বরপেটা, ধুবড়ি, করিমগঞ্জ ও শোনিতপুর জেলায় মোট ২৫টি বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নলবাড়ি, চিরাং, শোণিতপুর, ধুবড়ি এবং গোয়ালপাড়া সহ বেশ কয়েকটি জেলায় সেতু, রাস্তা, কালভার্ট এবং জলসেচের খালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যায়।

চিরাং, যোরহাট এবং শোণিতপুর থেকেও নদীবাঁধ ভাঙনের খবর পাওয়া গেছে, বলা হয়েছে রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে।

## মেসিদের 'বিশেষ জার্সি'র দাম সাড়ে ৭ হাজার টাকা!

মিয়ামি, ১ জুলাই(হি.স.): লিওনেল মেসির এখন নতুন ঠিকানা ইন্টার মিয়ামি। নতুন ক্লাব মিয়ামিতে মেসির জার্সি কেমন হবে তা নিয়ে সমর্থকদের আগ্রহের শেষ নেই।

অ্যাডিডাস ও ব্র্যান্ড মার্ভেলের সঙ্গে মেজর লিগ সকার চুক্তি করেছে। মার্ভেলের ইচ্ছাতেই কাল্পনিক চরিত্র ক্যাপ্টেন আমেরিকার আদলে ডিজাইন করা হয়েছে অনুশীলন জার্সি। অনুশীলন জার্সিগুলো সাধারণত লাল, সাদা ও নীল রঙের হবে। শুধু দলের লোগো অনুযায়ী একে অপরের থেকে আলাদা হবে। বিশেষ এই অনুশীলন জার্সি ইন্টার মিয়ামি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। আর এই জার্সি পরেই অনুশীলন করবেন মেসি ও তাঁর সতীর্থরা। অনুশীলনের জন্য এই জার্সির দাম পড়বে ৭০ ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় তা ৭৫৭৩ টাকা।

## পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদেরও ভোটে কাজ করতে হবে, নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.) : পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদেরও পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাজ করতে হবে। ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি করে জানিয়ে দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। প্রসঙ্গত, রাজ্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে মামলা করা হয়। তাঁদের দাবি, প্রশাসনিক কাজের বাইরে তাঁদের রাস্তা, ব্রিজ মেরামত সহ যাবতীয় ওই সংক্রান্ত কাজ করতে হয়। সব সময় তারা কাজের মধ্যেই ব্যস্ত থাকে। তাই ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু বিচারপতি জানিয়ে দেন, কোনোভাবে তারা ছার পেতে পারেন না। নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুযায়ী তাদের পদাধিকার বিবেচনা করে যোগ্য জায়গায় ডিউটি দিতে হবে। সেই ব্যাপারটা বিবেচনা করবে কমিশন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, "রাস্তা-ব্রিজ কি ভাবে যে সারাই হচ্ছে, সেটা রাজ্যের মানুষ দেখছে। তারা সব জানে। তাই রাস্তা সারাইয়ের দোহাই দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের ভোটের ডিউটি আটকানো যাবে না।"

# অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

## অমৃতকালে দেশের গ্রাম ও কৃষকদের সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের ভূমিকা বিশাল হতে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): অমৃতকালের এই সময়ে দেশের গ্রাম ও দেশের কৃষকদের সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায় সেক্টরের ভূমিকা বিশাল হতে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, সরকার এবং সমবায় একসঙ্গে একটি উন্নত ভারত, একটি স্বনির্ভর ভারতের সংকল্পকে দ্বিগুণ শক্তি প্রদান করবে। শনিবার দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ১৭-তম ভারতীয় সমবায় মহা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বে ভারতের পরিচয় ডিজিটাল লেনদেনের জন্য হয়, এক্ষেত্রে সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্কের অগ্রণী ভূমিকা থাকতে হবে।

কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রের বিভিন্ন খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে, কৃষকরা প্রায়ই বলতেন তারা সরকারের কাছ থেকে খুব কম সাহায্য পায় এবং যা কিছু পাওয়া যায় তা মধ্যস্বত্বভোগীদের অ্যাকাউন্টে যায়। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, তখন সমগ্র দেশের কৃষি ব্যবস্থায় যত খরচ হয়েছে, তার অন্তত ৩ গুণ আমরা কিষাণ সম্মান নিধিতে ব্যয় করেছি। গত ৪ বছরে এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। এই পরিমাণ কত বড় তা আপনারা অনুমান করতে পারেন যে ২০১৪ সালের আগে পাঁচ বছরের জন্য মোট কৃষি বাজেট ৯০ হাজার কোটি টাকার কম ছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন একটি ইউরিয়া ব্যাগের জন্য প্রায় ২৭০ টাকা দিচ্ছেন কৃষকরা। বাংলাদেশে একই ব্যাগের দাম ৭২০ টাকা, পাকিস্তানে ৮০০ টাকা, চীনে ২১০০ টাকা...গত ৯ বছরে, বিজেপি সরকার সার ভর্তুকিতে ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি খরচ করেছে। এটাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

# ১৭ বছরের কিশোরের মৃত্যুতে চারদিন পরেও জ্বলছে ফ্রান্স

প্যারিস, ১ জুলাই (হি.স.) : পুলিশের গুলিতে কিশোরের মৃত্যুর প্রতিবাদে টানা চারদিন অগ্নিগর্ভ ফ্রান্স। ৪৯২টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত, ২,০০০ গাড়ি পুড়িয়েছে বিক্ষোভকারীরা। আশান্তি ছড়িয়েছে রেনোয়া, বোঁদেলেয়ারের দেশের ৩৮৮০টি অঞ্চলে। হাজারের উপরে গ্রেফতারি চালিয়েছে পুলিশ। এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এহেন প্রেক্ষিতেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সামিট ছেড়ে দ্রুত দেশে ফিরেছেন ম্যাক্রঁ মঙ্গলবার ফ্রান্সের নঁতের অঞ্চলে ট্রাফিক আইন অমান্য করায় ১৭ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবক নাহেলকে গুলি করে পুলিশ। কিশোর পালানোর চেষ্টা করলে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাকে গুলি করেন এক পুলিশকর্মী, এমনটাই অভিযোগ। এরপরই উত্তাল হয়ে ওঠে ফ্রান্স। নিম্ন-আয়সম্পন্ন বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষের বহু দিন ধরে পুলিশি কর্মকাণ্ড এবং জাতি বিদ্বেষ নিয়ে ক্ষোভ এই মৃত্যুতে আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়েছে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।নাহেলে ন্যান্তেরে শহরতলির বাসিন্দা। সেখানকার মেয়র জানিয়েছেন, শনিবার নাহেলকে কবর দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় নাহেল এম নামের যুবকের পদবী কী? পরিবারও একথা প্রকাশ্যে আনেনি। ডেলিভারি ড্রাইভার হিসেবে গত তিন বছর ধরে কাজ করছিল সে। মৃত কিশোরের মায়ের নাম মৌনিয়া। তাঁর একমাত্র সন্তান নাহেল। মৌনিয়ার দাবি, নাহেলকে আরবদের মতো দেখতে বলেই তাঁর প্রাণ নিয়েছে গোরা পুলিশ আধিকারিক। অর্থাৎ নাহেলের মৃত্যু ঘিরে একদিকে যেমন কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের প্রসঙ্গ উঠছে, তেমনই জাত এবং ধর্ম নিয়েও দাঙ্গা বেধেছে কিনা, তাও এক প্রশ্ন। এদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সামিট ছেড়ে দ্রুত দেশে ফিরেছেন ম্যাক্রঁ। ফিরেই জরুরি বৈঠক করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, কিশোরের মৃত্যুতে যে রাজনীতি হচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। হিংসা নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

# মালি থেকে শান্তিরক্ষী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত

জেনাভা, ১ জুলাই (হি.স.) : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি থেকে এক দশকের পুরনো শান্তিরক্ষা মিশন তুলে নিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ শুক্রবার সর্বসম্মতিক্রমে মালিতে শান্তিরক্ষী বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের অনুমোদন দিয়েছে মালির ক্ষমতাসীন জুন্টা সরকার সমস্ত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত আন্তর্জাতিক বাহিনীকে 'অবিলম্বে' প্রত্যাহারের দাবি জানানোর পর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে 'মিনাসমা' নামের এ শান্তিরক্ষা মিশন শেষ করল রাষ্ট্রসংঘ মালিতে দশক-পুরনো রাষ্ট্রসংঘের বহুমাত্রিক সমন্বিত স্থিতিশীলতা মিশন শনিবার থেকে তার উপস্থিতি প্রত্যাহার শুরু করবে। যা ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে। রাষ্ট্রসংঘের নীতিমালায় শান্তিরক্ষা বাহিনী যে দেশে কাজ করবে সেই দেশের সরকারের অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে মালির সরকার দেশ থেকে অনতিবিলম্বে শান্তিরক্ষী মিশন প্রত্যাহার করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানিয়েছিল।

# বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ইলেকট্রিশিয়ানের

দুমকা, ১ জুলাই (হি.স.) :ঝাড়খন্ডের হাঁসডিহা ডেইরি টেকনোলজি কলেজে বৈদ্যুতিক কাজ চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইলেকট্রিশিয়ান সুমন্ত মাহাতো (২৭) মারা যান। সুমন্ত বোকারো জেলার কাসমার থানার অন্তর্গত খুদিবেরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।তথ্য অনুসারে, সুমন্ত মাহাতো তার অন্য দুই সহকর্মীর সাথে হাঁসডিহার ডেইরি টেকনোলজি কলেজে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মেরামতের কাজ করছিলেন। শনিবারও কাজ চলাকালীন কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ট্রান্সফরমারের একটি ফেজ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিদ্যুৎ দফতরকে না জানিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সুইচ বন্ধ করে খুঁটিতে ওঠেন সুমন্ত মাহাতো। বিদ্যুতের খুঁটির তার স্পর্শ করার সাথে সাথেই বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

# জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## সভাপতির

● **প্রথম পাতার পর**

তেমনি কংগ্রেস সরকারের সময় যে সমস্ত সম্পদ দেশে গড়ে উঠেছিল সেগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ৯ বছরের শাসনকালের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগামী ২৫ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই বেঙ্গালুরুতে তিনব্যাপী এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেই কর্মসূচিতে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল অংশ নেবেন। তিনি তিনদিন ব্যাপী ওই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

## গ্রেপ্তার দুই

● **প্রথম পাতার পর**

গাড়ির চালক নিজাম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ ও খালাসি শিবু দাসকে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কফ সিরাপ বহনকারী বলেরো পিকআপ ভ্যানকে। তিনি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ শনিবার করিমগঞ্জে সিজেএম আদালতে তাদের পেশ করা হবে, জানিয়েছেন চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি।

## চিকিৎসকদের

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়ে কাজ করবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রোগীদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনেও চিকিৎসকদের সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিধায়ক তথ্য বিশিষ্ট চিকিৎসক দিলীপ কুমার দাস বলেন, সামাজিকস্তরে চিকিৎসকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই চিকিৎসকদের সম্মান প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজের সকলকে আন্তরিক হতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সরকারের ইনোভেশন অ্যাণ্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান ডা. অশোক সিনহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা এবং অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. প্রদীপ কুমার দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে অবদান রেখেছেন এমন ১২ জন বরিষ্ঠ চিকিৎসককে জাতীয় চিকিৎসক দিবস উদযাপন উপলক্ষে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক বিভাগে ক'তিত্ব দেখিয়েছেন এমন চিকিৎসক ও নার্স সহ অন্যান্য কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপক প্রত্যেকের হাতে সম্মাননা স্বরূপ ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা অন্যান্য অতিথিগণ।

## অধিবেশন

● **প্রথম পাতার পর**

নতুন ধারণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ছে। ডিজিটাল যুগে আগামী দিনে এও হতে পারে ঘরে বসে ভিডিও কনফারেন্সে বিধায়করা কথা বলছেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন আমরা বিধানসভায় চালু করতে যাচ্ছি বিধায়িকাদের জন্য একটি আলাদা কক্ষ। যে সমস্ত মহিলা বিধায়কের দুগ্ধজাতসন্তান রয়েছে বা ছোট শিশু রয়েছে তাদের জন্য এই কক্ষ। যাতে তারা বিধানসভার কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের যত্ন করতে পারেন। এ কক্ষে সব ধরনের সুবিধা থাকবে ফ্রিজ থেকে শুরু করে দুধ গরম করার ব্যবস্থা। শিশুদের জন্য থাকবে কেয়ারটেকার। তিনি বলেন পার্লামেন্টে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রাজ্য বিধানসভায় এই ধরনের সুযোগ সুবিধা চালু করা হবে। তবে তিনি এও বলেন আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগামী দিনে বিধানসভায় বিদ্বান মেধাবী পারদর্শী নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের আসা প্রয়োজন। তবে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন রাজ্য সরকার গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসার দারুন ভাবে করছে এবং সাফল্য পেয়েছে।

## দাবীতে অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

স্থানীয়দের জাতীয় সড়ক রাস্তা অবরোধ। জাতীয় সড়কের উপর পুকুরসম গর্তে পড়ে একাধিক যানবাহন দূর্ঘটনা গ্রস সহ চালক ও যাত্রীরা আহতের ঘটনায় ক্ষোভে পথ অবরোধ। দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা অবরোধের পর ডিসি এমের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার।ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার শনিছড়ার লম্বা গাছ সংলগ্ন আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর।জানা গেছে সকাল থেকেই শনিছড়ার লম্বা গাছ সংলগ্ন আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর পুকুর সমো গর্তের ফলে পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এমনকি এদিন একটি যাত্রীবাহী টমটম এই স্থানে দূর্ঘটনা গ্রস্ত হলে এক শিশুসহ বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন।তখন ঐ এলাকার সানীয় জনগণ ক্ষোভে ফেটে এদিনই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন।পথ অবরোধকারীরা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, নদিয়াপুর শনিছড়া এলাকায় তিনটি পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিন রয়েছে।সেই ক্রেশার মেশিনের মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে জাতীয় সড়কের উপর গড়িয়ে পড়ছে। তাতে জাতীয় সড়ক পিচ্ছিল হয়ে ছোট বড় যান দূর্ঘটনার কবলে পড়ছে। তাছাড়া জাতীয় সড়কের চুরাইবাড়ি থেকে বাগবাসা পর্যন্ত পুকুর সমো গর্তে পরিনত হয়েছে। তাতে বর্ষা মৌসুমে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা। অবরোধকারীরা বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাস্তা সংস্কার করে ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গজানো অবৈধ ক্রেশার মেশিন গুলো বন্ধ করতে হবে।অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পথ অবরোধ চলবে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও কোন কাজ হয়নি।পরে অবরোধের তিন ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ধর্মনগর মহকুমার ডিসিএম সঞ্জীব দেবনাথ।ডি সি এম টানা দুঘন্টা পথ অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে তাদের আশ্বাস করেন,তাঁদের দাবি গুলি শীঘ্রই দৃষ্টি সহকারে দেখা হবে। তাছাড়া আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহ তাঁর কাছে সংস্কারের আবেদন জানানোর জন্য অবরোধকারীদের পরামর্শ দেন তিনি।।ডি সি এমের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অবরোধকারীরা তাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। অপরদিকে ডিসিএম স্থানীয় ক্রেশার মালিকদের ডেকে আপাতত জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচলের উপযোগী করার নির্দেশ দেন।ডি সি এমের নির্দেশে ক্রেশার মালিকরা জেসিবি মেশিন এনে রাস্তার দুপাশে ড্রেনের কাজে হাত লাগান এবং পুকুর সমো গর্ত ভরাট করলে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। তবে এদিনের পাঁচ ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে অবরোধ সলের উভয় পাশের কয়েক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে যাত্রী ও পণ্য বাহী গাড়ির দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়।

## প্রদ্যোতের

● **প্রথম পাতার পর**

আসছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা পিছপা হবে না। গ্রেটার তিপ্রালান্ডএবং কনস্টিটিউশন সলিউশন নিয়ে বহুবার গৃহমন্ত্রী সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আগেও তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন এখনো আশ্বাস দিয়েছেন বলেই জানান প্রদ্যুৎ। তিনি এও বলেন যতদিন পর্যন্ত এই আশ্বাস ফলশ্রুত না হবে ততদিন কিছুই বলা যাবে না। তবে তারা জনজাতিদের স্বার্থে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার কে জানানোর জন্য প্রতিনিয়ত দিল্লি পাড়ি দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন এডিসির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে এডিসির উন্নয়নে আর্থিক বিষযে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। সামনেই বাজেট অধিবেশন তাই অধিবেশনের আগে বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। তবে গ্রেটার তিপ্রালান্ডএবং সাংবিধানিক সলুশন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও জানান তিনি। প্রদ্যুৎ এও বলেন গৃহ মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী যার সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন সমস্ত বিষয় হচ্ছে তিপ্রারাদের স্বার্থে। ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট চালু, এডিসিকে ৭০ শতাংশ আর্থিক বরাদ্দ বিষয়টিও সরকারের দৃষ্টিতে এনেছেন বলে জানান তিনি। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী ও শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে বাড়ি প্রদ্যুৎ এর বাড়ি যান। এরপর বাংলাদেশ থেকে ফিরে আচমকা বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে। এবার আবার দল বলে দিল্লিতে গৃহ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা নিয়েও জল্পনা নতুন করে তৈরি হয়েছে। এদিন দিল্লিতে গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রদ্যুৎ এর সঙ্গে ছিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা মাতার সভাপতি বিজয়াংখল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

# অসমের সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও যোগ্যতাকে বিশ্বস্তরে উন্নীত করেছেন বিহুশিল্পীরা ঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

ডিব্রুগড় (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : গত ১৩ এপ্রিল গুয়াহাটির সরুজাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে মেগা বিহু ইভেন্ট আজ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্থান পেয়েছে। বিশ্ব রেকর্ড গড়ে গিনিজ বুক অব ওয়ালর্ডে স্থান করেছে অসমের বিহু। এটা বিহুবতী (বিহু নৃত্যশিল্পী) এবং বিহুয়া (ঢোলবাদক)-দের কাছে একটি স্বীকৃতি যাঁরা অসমের লোকশিল্পকেকে আরও উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অসমের সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও যোগ্যতাকে বিশ্বস্তরে উন্নীত করেছেন শিল্পীরা, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজি ডিব্রুগড়ের মানকটা ফিল্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ সম্মিলিত বিহুনৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব-দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বিহুয়া-বিহুবতী, ওজা এবং প্রশিক্ষকদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অসম সরকারের তরফ থেকে শংসাপত্র এবং ২৫ হাজার টাকার চেক পুরস্কার তুলে দিয়ে তাঁদের সম্মান জানিয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক চেতনার বাহক বিহুকে বিশ্ববাসীর কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল বিহুনৃত্য কার্যসূচি রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।গিনেস বুক অব ওয়ার্ল রেকর্ডকারী মেগা বিহু ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আজ মানকটায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা পড়াশোনা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজে লাগাতে মুখ্যমন্ত্রী বিহুবতী ও বিহুয়াদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বলেন, টাকাগুলি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তা-হলে এর রিটার্ন বহুগুণ হবে। ড় শর্মা বলেন, গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত, যদি সুবিবেচনাপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয় তবে আয় বহুগুণ হবে, বলেন তিনি।অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসমের দুই মন্ত্রী সাংস্কৃতিক দফতরের বিমল বরা ও রঞ্জিতকুমার দাস, বিধায়কগণ যথাক্রমে প্রশান্ত ফুকন, তরঙ্গ গগৈ, বিনোদ হাজরিকা, পোনাকন বরুয়া, চক্রধর গগৈ, তেরস গোয়ালা, পদ্মশ্রী হেমোপ্রভা চুতিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যখন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমিয়া গামোছা পরা শুরু করেছেন, তখন থেকেই এর ব্যবহার সারা দেশ থেকে বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর প্রত্যাশা, বিশ্বমঞ্চে বিহুর প্রচারের পাশাপাশি বিহু নৃত্যও শীঘ্রই সারা দেশে অন্যান্য জনপ্রিয় নৃত্যশৈলীর মতোই জনপ্রিয় হবে এবং মাস্টার প্রশিক্ষকদের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে বিহু শেখানোর জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার নয়াদিল্লিতে প্রায় ২৫ হাজার বিহুয়া এবং বিহুবতীদেৰ সম্মিলিত বিহুনৃত্য মঞ্চস্থ করাবে।প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নয়াদিল্লিতে লাচিত বড়ফুকনের ৪০০-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের পর দেশপ্রেমিক সম্পর্কে আরও জানার জন্য মানুষের মধ্যে নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, লাচিত বড়ফুকনের ওপর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা চলছে। বলেন, তাঁর সরকার প্রতিটি রাজ্যে বইটি প্রকাশ করার পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের পাঠ্যক্রমে লাচিত বড়ফুকনের পাঠ চালু করানোর প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যোরহাটে স্থাপিত লাচিত বড়ফুকনের প্রস্তাবিত মূর্তি একবার সম্পূর্ণ হলে এটি দেশের তিনটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় মূর্তির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অসমকে অন্যতম উন্নত রাজ্যে রূপান্তর করতে হলে রাজ্যের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীলভাবে কাজে লাগাতে হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত স্বচ্ছ করেছে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষিত যুবকদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া অসমকে এক নতুন পরিচয় দিয়েছে। অসমের ভবিষ্যত সুরক্ষিত রাখার জন্য রাজ্য সরকার আগামী ২ অক্টোবর এক কোটি গাছের চারা রোপণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, এই গাছগুলি আগামী পাঁচ বছরে বাণিজ্যিক সম্পদে পরিণত হবে।

## জাতীয় চিকিৎসক দিবসে বিশালগড়ে চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দিলেন সাংবাদিকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ জুলাই।।** শনিবার ছিল ভারতরত্ন ডা: বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম দিবস। ১৯৯১ সাল থেকে এই দিনটিতে সমগ্র দেশে 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই মহতী দিনে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন, বিশালগড় মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমাধীন তিনটি হাসপাতাল যথাক্রমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল, মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রতিটি হাসপাতালে ডা: বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতি চিকিৎসকদের হাতে তুলে দিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক প্রদানের মধ্য দিয়ে চিকিৎসকদের সম্মান জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন বিশালগড় মহকুমা কমিটির সভাপতি মান্নান হক, সম্পাদক গৌতম ঘোষ, মুখ্য উপদেষ্টা প্রসেনজিৎ রায়, অফিস সম্পাদক রাসেল আহমেদ, ইউনিয়নের সিপাহীজলা জেলা কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম সহ বিশালগড় মহকুমা কমিটির সকল সাংবাদিক সদস্যরা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের অবদানকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করার এই মহতী দিনে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন বিশালগড় মহকুমা কমিটির কর্তব্যরত সকল সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে আমাদের দেশ তথা পৃথিবীর সকল চিকিৎসকদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

## নেতাদের মাথা চাই মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য বেলপাহাড়িতে

বেলপাহাড়ি, ১ জুলাই (হি.স.) : 'নেতাদের মাথা চাই'। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি থানার শিমূলপাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি জায়গা থেকে মাওবাদী নামাঙ্কিত এই পোস্টার উদ্ধার হয়েছে। শনিবার সকালে পোস্টার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।এদিন বেলপাহাড়ি থানার শিমূলপাল গ্রাম পঞ্চায়েতের যে তিনটি জায়গা থেকে পোস্টার উদ্ধার হয়েছে সেগুলি হল ঠাকুরানপাহাড়ি, ওদলচুয়া এবং ওদলচুয়া থেকে ঢাঙ্গিকুসুম যাওয়ার পথে কালভার্টের ওপর পাওয়া গিয়েছে এই পোস্টার।স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে পোস্টারগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই পোস্টারগুলি মাওবাদীদের দেওয়া নয়। ওই পোস্টারগুলি কারা দিয়েছে এলাকায় তা এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন যে পোস্টারগুলি উদ্ধার হয়েছে তাতে সাদা কাগজের ওপর লালকালিতে লেখা, 'নেতাদের মাথা চাই'। তার নীচে লেখা রয়েছে 'মাওবাদী'।

# নির্বিঘ্নে নির্বাচন করার লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার কন্টোল রুম খুলল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.) : আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার কন্টোল রুম খুলল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার থেকেই চালু হয়ে গেল এই কন্টোল রুম। ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে পরিষেবা।

২০১৮ সালের পর এবার ফের ভোট হতে চলেছে রাজ্যের বিভন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে। তবে এই নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে গিয়েছে বহু এলাকায়। ফলত পঞ্চায়েত নির্বাচন নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্য এবার জেলা স্তর, মহকুমা স্তর এবং ব্লক স্তরে কন্টোল রুম চালু করার নির্দেশ দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার থেকেই চালু হয়ে গেল এই কন্টোল রুম। ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে পরিষেবা। ভোট সম্পর্কিত যত অভিযোগ আসবে, সেই সব অভিযোগ শুনবেন কন্টোল রুমের আধিকারিক এবং কর্মীরা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, শুধু অভিযোগ শুনেই থেমে থাকা হবে না। সমস্যার সমাধানও করা হবে কমিশনের তরফে।৪ ঘণ্টাব্যাপী এই কন্টোল রুম কাজ করবে। রোস্টার অনুযায়ী কন্টোল রুমের জন্য লোক নিয়োগ করছে কমিশন।কমিশনের নির্দেশে জানানো হয়েছে, যে অভিযোগগুলো আসবে প্রত্যেকটি অভিযোগের যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোক কাছে কন্টোল রুমের নম্বর থাকবে। এমনকী সেই সমস্ত নম্বর ভোটের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির বাইরে উল্লেখ করা থাকবে। কোন অভিযোগ আসছে এবং সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ হচ্ছে তা নোট করার জন্য থাকবেন সুপারভাইজাররা। এই সমস্ত ঘটনার বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

# করিমগঞ্জের শিবেরগুলে অল্টোর ধাক্কায় হত ধর্মপ্রাণ মহিলা, সড়ক অবরোধ

বাজারিছড়া (অসম), ১ জুলাই (হি.স.) : বেপরোয়া একটি অল্টো কারের ধাক্কায় বেঘোরে প্রাণ হারালেন এক ধর্মপ্রাণ মহিলা। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন শিবেরগুল আতল মুখার্জি এলপি স্কুলের সামনে। ঘটনার পর স্থানীয়রা ছুটে এসে গুরুতর আহত মহিলাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বাজারিছড়ার মাকুন্দা খ্রিস্টিয়ান লেপ্রসি অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসা শুরু করার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার পর এলাকার লোকজন সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামেন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং করিমগঞ্জ সদর ডিএসপি।

জানা গেছে, আজ শনিবার দুপুরে শিবেরগুলের বাসিন্দা ননীগোপাল শর্মার স্ত্রী তথা পাঁচ সন্তানের মা ঊষারানি শর্মা (৫৩) বাড়ির পাশে একটি দোকান থেকে কোনও সামগ্রী কিনে নিজ বাড়ির সম্মুখবর্তী লোয়াইরপোয়া-কানমুন সড়ক থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় এএস ১১ ওয়াই ৮৯৮৮ নম্বরের একটি অল্টো কার দুরন্ত গতিতে নাগ্রা থেকে রাতাবাড়ির একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল। এলাকায় এসে অল্টোচালক আরও দ্রুতবেগে অপর একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সড়কের পাশে দণ্ডায়মান মহিলাকে গাড়িটি সজোরে ধাক্কা দিয়ে কিছু দূরে ঠেলে নিয়ে যায় অল্টো। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ আগাতপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও মাথা থেঁতলে যায়। পরে তাঁকে মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসা শুরু করার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।ঘটনার পর খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ঘাতক অল্টো সহ চালককে নিজের হেফাজতে নেয়। এদিকে এ ঘটনার পর স্থানীয়রা বেপরোয়াভাবে যানবাহন চালানো হয় অভিযোগে প্রতিবাদে ফেঁটে পড়েন। তাঁরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। এতে রাস্তার উভয় পাশে বিভিন্ন যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। তখন বাজারিছড়া থানার ওসি দীপক দাস প্রতিবাদীদের সাথে কথা বলে সড়ক অবরোধমুক্ত করতে ব্যার্থ হন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিএসপি সদর গীতার্থ দেবশর্মা। পরে স্থানীয়রা তাঁদের দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র তুলে দেন সার্কল অফিসারের হাতে।

# কোর্ট চত্বরে তুমুল বিতণ্ডায় জড়ালেন রত্না ও শোভন

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.) : বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে এসে আলিপুর কোর্ট চত্বরে তুমুল ঝগড়ায় জড়ালেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়। একে অন্যকে চিৎকার করে কটূক্তি করেন। ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে ঝামেলা চলে দুজনের এই কুকথার ঝড়। সেই দৃশ্য বাকিরা মোবাইলে বন্দি করেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। শনিবার তার শুনানি ছিল আলিপুর আদালতে। সেখানে একদিকে যেমন হাজির ছিলেন রত্না, অন্যদিকে সিঁদুর পড়ান বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন শোভনও। শুনানি চলছিল। মাঝে চা বিরতিতে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় কোর্ট চত্বরে। রত্না, শোভন, বৈশাখী তিনজনই তখন বাইরে। আচমকাই তুমুল বিতণ্ডা সেখানে। অভিযোগ, ওদিকে রত্না চিৎকার করে চলেছেন। এদিকে ছাড়ার পাত্র নন শোভনও। ব্যক্তিগত কুৎসাকে সামনে রেখেই কোর্ট চত্বরে দু'জনের ঝামেলা লাগে বলে অভিযোগ। প্রায় ১০ মিনিটের বেশি সময় এই পরিস্থিতি ছিল বলে অভিযোগ। এরপরই সেখানে হাজির হয় পুলিশ।কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বেহালা পূর্বের বিধায়ক তথা কলকাতার পুরনিগমের কাউন্সিলর রত্না চট্টোপাধ্যায়। বহুদিন ধরেই তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। এর আগেও শুনানি হয়েছে। তবে প্রথম থেকেই রত্না সন্তানদের স্বার্থে এই বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে নারাজ। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে যখন মামলার শুনানি ছিল, রত্না বলেছিলেন, "এই মামলা চলবে।" আবার শোভনকে বলতে শোনা গিয়েছিল, এটা "এটা ডেড ম্যারেজ কেস।"

এর আগে একাধিকবার রত্না-শোভনের তরজা সংবাদমাধ্যমের সামনে এসেছে। দু'জনই দু'জনের চারিত্রিক শিথিলতার অভিযোগ তুলছেন, এ ছবিও দেখা গিয়েছে। সম্পত্তি থেকে সম্পর্ক, নানা সময় এ নিয়ে নানা কথা বলেছেন তাঁরা। এর আগে শুনানির সময়ও আদালতে রত্নার লোকজন ঢুকে শোভনদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। তবে এমনভাবে তাঁদের ভরা হাটে ঝগড়া এর আগে দেখা যায়নি। যদিও এ নিয়ে রত্না বা শোভনের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বৈশাখী জানিয়েছেন, চায়ের বিরতি চলাকালীন রত্না শোভনকে দেখে অনেকক্ষণ ধরেই খারাপ মন্তব্য করছিলেন। এরপরই পাল্টা জবাব দেন শোভন।

# সি-ডিভিশন ফুটবলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের হাতছানি এনএসআরসিসি-র সামনে

**এনএসআরসিসি: ২ — সাই-স্যাগ: ১**

**(গৌতম,জামেদ) — ( প্রতাপ)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। দ্বিতীয় জয় পেলো এন এস আর সি সি। আর ওই জয় আশার আলো জাগিয়ে রাখলো। গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে জম্পুইজলাকে পরাজিত করতে পারলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে পৌঁছে যাবে আশা কোচ সুনীল ভৌমিকের। আর সেই আশা দলের প্রতিটি ফুটবলারের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেও ভুল করেননি ম্যাচ শেষে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার সকালে এন এস আর সি সি ২-১ গোলে পরাজিত করে সাই স্যাগকে। ম্যাচটি স্যাগের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এন এস আর সি সি-র সামনে ছিলো 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ ছিলো না আর সি সি-র সামনে। কারন প্রথম ৩ ম্যাচে মাত্র ১ টি জয় এবং দুটি ম্যাচ পয়েন্ট ভাগ করেছিলেন গৌতম দেববর্মা-রা। এদিনও প্রায় ৭০ মিনিট পিছিয়ে ছিলো আর সি সি। কিন্তু শেষ মিনিট পর্যন্ত হার না মানা মানসিকতা জয় এনে দেয় আর সি সি-কে।

*সি-ডিভিশন লিগ : এ-গ্রুপ*

| দল | ম্যা: | জ: | ড্র: | প: | গোল | প: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আরসিসি | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৮-৫ | ৮ |
| আনন্দ ভবন | ৪ | ২ | ১ | ০ | ১০-৬ | ৭ |
| ইকফাই | ৫ | ২ | ১ | ২ | ৬-১০ | ৭ |
| ওরিয়েন্টাল | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৭-৬ | ৪ |
| জম্পুইজলা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪-৪ | ৪ |
| সাই স্যাগ | ৪ | ০ | ২ | ২ | ৩-৭ | ২ |

ম্যাচ শুরুর ৮ মিনিটের মাতায় কাউন্টার অ্যাটাক থেকে স্যাগকে এগিয়ে দেন প্রতাপ মারাক। শুরুতেই গোল হজম করে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন এন এস আর সি সি-র ফুটবলাররা। ক্রমাগত আক্রমণ করলেও বিপক্ষের রক্ষণভাগে চিড় ধরাতে পারেনি প্রথমার্ধে। ফলে প্রথমার্ধে নবণ্যতম গোলে পিছিয়ে থাকে দল। দ্বিতীয়ার্ধে কার্যত অল আউট ফুটবল খেলতে থাকেন আর সি সি-র ফুটবলাররা। লক্ষ্য একটাই, জয় খুজে পাওয়া। ৭০ মিনিটে গৌতম দেববর্মা সমতা ফেরান। সমতা ফিরতেই আক্রমণের গতি আরও বাড়ান এন এস আর সি সি-র ফুটবলাররা। সমতা ফেরানোর ৭ মিনিট পর এন এস আর সি সি-র হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন জামেদ আলে। শেষ পর্যন্ত জামেদের গোলেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পায় এন এস আর সি সি। খেলা পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পি.এম.এ.ওয়াই.জি. ঘরের অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত (AWAAS+) নিম্নলিখিত সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 30/06/2023 ইং তারিখ পর্যন্ত বামুটিয়া আর.ডি.ব্লকে রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে আপনি/আপনাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি অথবা থাকেন না। অতএব, আপনি/আপনারা যদি পি.এম.এ.ওয়াই.জি. প্রকল্পে ঘর পেতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমান ও নথিসহ বামুটিয়া ব্লকে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় আপনাদের নাম পি.এম.এ.ওয়াই.জি.-এর অপেক্ষমান (AWAAS+) তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ঊর্ধতন কতৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হবে।

PMAY-G অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের নাম ও অন্যান্য তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল :-

| Sl.No | Name of the Block | Name of the Beneficiary as per Awaas+ data | PMAY-ID | Name of Gram Panchayat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bamutia R.D.Block | Manju Gowala Munda D/o/W/o- Lt Rabindra Munda | TR148260565 | Uttar Lembucherra GP |

Sd/-

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়
বামুটিয়া আর.ডি.ব্লক
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-528/23

**PNIe-T NO:- 14/EE-1/2023-24, Dated 28/06/2023**

The Executive Engineer, Division No-|, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 19-07-2023 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1222/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : e-PT-05/EE/RD/KGT/DIV//2023-24 Dt.30, 06/2023**

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division,Kumarghat, Unakoti, Tripura invites item rate e-tender an double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 20/07/2023 for 02 no. internal electrification works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in' eprocure. gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e&- mail- eentkat@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be | available in the website only.

ICA/C-1220/23

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

**PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-VIII/EE/RD/STB/2023-24, Dated-28/06/2023**

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 14/07/2023 for 02 (Two) Nos Construction work & 01 (One) No Internal Electrification work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-8787480265. Any subsequent corrigendum will be available in the website

ICA/C-1218/23

Executive Engineer
RD Santirbazar DiVillsion
Santirbazar, South Tripura

**NOTICE INVITING TENDER (IT)**
**UNIT No.: 14/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24**

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
Name of work: Maintenance of road from Nandan Nagar Bazar to Bijoy Debnath house during the year 2023-24/ SH: Side berm dressing, grouting, carpeting, seal coat etc.(L=0.50km)
Estimated Cost. Rs.7,34,606/-
DNIT No: 17/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24
Name of work: Maintenance of Road from Abhicharan Bazar to saudiram para Bailey Bridge during the year 2023-24 / SH: Patch grouting, Patch WBM, Patch Flat brick Soling,Carpeting etc.(L-1.90 km)
Estimated Cost: Rs.19,80,313/-
DNIT No: 18/DNIT/EE/MNP /PWD(R&B)/2023-24
Name of work: Maintenance of Road from Sarbajoy Para to Lefunga Bazar during the year 2023-24 / SH: Patch grouting, Patch WBM, Carpeting etc.(L-1.260 km)
Estimated Cost: Rs.22,94,587/-
DNIT No: 19/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24
Bid Fee: Rs.1000.00
Last date & time for online Bidding: 12/07/2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C1215/23

Executive Eingineer
Mohanpwr Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura District, Tripura

**NOTICE INVITING e-TENDER**

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-09/EE/DWS/JRN/2023-24, Dated-28/07/2023.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid Percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below: :

| SL. NO. | DNIe-T NO. | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | Bid Fee | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIe-T No: 31/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24. | ₹. 37,27,714.00 | ₹. 74,554.00 | 90 days | ₹ 1,000.00 | Appropriate Class |
| 2. | DNIe-T No: 32/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24. | ₹. 43,55,251.00 | ₹. 87,105.00 | 90 days | ₹ 1,000.00 | Appropriate Class |
| 3. | DNIe-T No: 33/DNIeT/EE/DWS/JRN/2023-24. | ₹. 38,86,814.00 | ₹. 77,736.00 | 90 days | ₹ 1,000.00 | Appropriate Class |

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 28/06/2023 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 13/07/2023 upto 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 13/07/2023 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website a www .tripuratenders.gov.in ish_as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted in & after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website

For and owbehalf of the Governor of Tripura"

ICA/C-1212/23

(Er. P.K. DAS)
Executive Engineer
DWS Division, Jirania,
Ranirbazar, West Tripura

## বাদী-বিবাদী একই ব্যক্তি অযৌক্তিক টিএফএ-তে এগিয়ে চলোর যুক্তিপূর্ণ চিঠি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনে সচিবের অবর্তমানে সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন যুগ্ম সচিব। এটা শুধু ফুটবল এসোসিয়েশন কেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত সবকটি সংস্থা, সংগঠনেরই একই পরিকাঠামো। ত্রিপুরা ফুটবলের এসোসিয়েশনও এর উর্ধে নয়। কিন্তু সমালোচনার সূত্রপাত ঘটেছে টিএফএ-র সচিব অমিত চৌধুরী ব্যক্তিগত কাজে বাইরে যাচ্ছেন বলে ওনার অবর্তমানে যুগ্ম সচিব পার্থসারথি গুপ্তের হাতে দায়িত্বভার অর্পণকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে বিচারাধীন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। ২০২২ এর প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে ঘিরে অনেকটাই জল ঘোলা হয়েছে। কার্যত তা এখন বিচারাধীন অবস্থায়, রায়ের অপেক্ষায়। বিচারাধীন ক্লাবের প্রতিনিধি এবং টিএফএ-র যুগ্ম সচিব পার্থসারথি গুপ্ত একই ব্যক্তি। বিচার ব্যবস্থার নিরিখে একই ব্যক্তির নাম বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষে থাকতে পারেনা। স্বাভাবিক কারণে টিএফএ অনুমোদিত ক্লাব এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সভাপতি-সকাশে এক পত্রে সচিবের অবর্তমানে সচিবের দায়িত্ব পালনের জন্য যুগ্ম সচিবের ভূমিকায় থাকা অন্য কারোর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য দাবি করা হয়েছে। অন্যথায় বিচার ব্যবস্থায় 'বাদী বিবাদী একই ব্যক্তি'র কার্যক্রমে প্রভাব পড়তে পারে বলে অনুমান।এর আগে অবশ্যই এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষ থেকে বিষয়টাকে ঘিরে তীব্র প্রতিবাদও জানানো হয়েছে।

## উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশীপ শুরু, ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা গার্লস এইচ এস স্কুলে রাজ্যভিত্তিক ওপেন কারাটে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন হয় শনিবার। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করে সূচনা করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান তথা পৌর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার এবং অন্যান্য অতিথিরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রন্ত থেকে প্রায় ১৫২ জন খেলোয়ার অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেয়ে ৮২ জন ও ছেলে রয়েছেন ৭০ জন। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা গার্লস এইচ এস স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ দেবনাথ, কারাটে স্কুল সুতোকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা সভাপতি শংকর প্রসাদ দত্ত, সম্পাদক সুশান্ত দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা স্টেট সুতোকান কারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত পোদ্দার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রুতি নন্দনের শিল্পীরা। সাথে নৃত্য পরিবেশন করে ঝলক এবং সৃজনী নৃত্য প্রতিষ্ঠানের শিল্পী বৃন্দ।

## আসামে ক্রীড়া সাংবাদিকতার শতবর্ষ উদযাপনে ত্রিপুরার সরযূ ও ওড়িশার সম্বিত সংবর্ধিত

গুয়াহাটি, ১ জুলাই।।আসাম স্পোর্টস জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আসামের ক্রীড়া সাংবাদিকতার শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান শণিবার সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে ওই রাজ্যের এক ঝাঁক ক্রীড়া সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমান হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে, এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী স্প্রিন্টার হীমা দাস, লন বল-এর ভারতীয় তারকা নয়নমণি সৈকিয়া সহ প্রাক্তন তারকা ফুটবলার প্রসেন বোরা ও স্বাধীন ডেকারাজা, আসাম অলিম্পিকের সচিব, ক্রীড়া অধিকর্তা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন আসাম স্পোর্টস জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি সুবোধ মল্ল বড়ুয়া।

শুরুতে এআইপিএস-এর সভাপতি জিয়ানি মার্লো ইতালি থেকে সরাসরি শুভেচ্ছা বার্তা দেন। পরে সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেন আসামের প্রখ্যাত শিল্পীরা। স্বাগত ভাষনে সভাপতি সুবোধ মল্ল বড়ুয়া বলেন, একশ বছর আগে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ঝামেলার একটি খবর আসামের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই খেলাধুলার খবরের ক্ষেত্রে শতবর্ষ পূর্তী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হয়। হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকেও আসামের ক্রীড়া সাংবাদিকদের এই প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন খেলোয়াড়দের সত্যিকার অর্থে উৎসাহিত করা এবং সকলের সামনে পৌঁছে দেয়ার আসল কাজটা করে থাকেন একমাত্র ক্রীড়া সাংবাদিকরা।পরে এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সাংবাদিকের সর্বভারতীয় সংগঠন স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ায় দুই সহ-সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও সম্বিত মহাপাত্রকে আয়োজকদের পক্ষে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন দিলীপ তিরকে। এই অনুষ্ঠানেই আসামের প্রবীণ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সাংবাদিক থেকে বর্তমান প্রজন্মের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সচিব ইমতিয়াজ আহমেদ।

## নর্থ-ইস্টকে পর্যুদস্ত করে দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চল

**উত্তরাঞ্চল: ৫৪০/৮(ডি.), ২৫৯/৬(ডি.) উত্তর-পূর্বাঞ্চল: ১৩৪, ১৫৪**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়েই সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চল। একপ্রকার পর্যুদস্ত হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। ইনিংস সহ বিশাল রানের ব্যবধানে জয়ী হওয়ার কথা ছিল উত্তরাঞ্চল। ৮ উইকেটে ৫৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা করার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় মনে হয়েছে ম্যাচ উত্তরাঞ্চলের হাতের মুঠোই। ফলোয়নে খেলতে বাধ্য করার সুযোগ পেয়েও উত্তরাঞ্চলের ব্যাটসম্যানরা আরও একটু ব্যাটিং প্র্যাকটিসের লক্ষ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে ৬ উইকেটে ২৫৯ রানে ফের ইনিংস ঘোষণা করে দেয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চল ২ ইনিংসে যথাক্রমে ১৩৪ এবং ১৫৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বেটিং ব্যর্থতাই এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ।

সামগ্রিক খেলায় ব্যাটিং সাফল্যে উত্তরাঞ্চলের তিন তিন জনের প্রথম ইনিংসে শতক, দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনজনের অর্ধ শতক উত্তরাঞ্চল মূলতঃ রানের পাহাড় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অপরদিকে বোলাররাও দারুন সাফল্য পেলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানরা অল্পেতে প্যাভিলিয়নে ফিরতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল ৫১১ এর মতো বিশাল পরিমাণ রানের ব্যবধানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। আগামী পাঁচ জুলাই থেকে উত্তরাঞ্চল সেমিফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলবে।

## ঘরোয়া সি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন স্কাইলার্ক

**স্কাইলার্ক: ৩(গৌরাঙ্গ, ফিলিমন, ধনসিং) আমরা ক-জনা: ৩(মানিক-২, লাললোয়াম)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্কাইলার্ক ক্লাব। ড্র দিয়ে গ্রুপ লীগ অভিযান শেষ করলেও পয়েন্টের হিসেবে গ্রুপ লীগে পাঁচ ম্যাচ থেকে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে স্কাইলার্ক ক্লাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রুপ রানার্স হয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাব। গ্রুপ বি থেকে স্কাইলার্ক ও বিবেকানন্দ ক্লাব-ই সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের বি-গ্রুপের শেষ ম্যাচে আজ, শনিবার আমরা ক-জনা ও স্কাইলার্ক ক্লাবের ম্যাচটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলাও দুই- দুই গোলে অমীমাংসিত ছিল। খেলার ১১ মিনিটের মাথায় স্কাইলার্ক ক্লাবের গৌরাঙ্গ রিয়াংয়ের গোলে দল ১-০ তে লিড পেতেই পরবর্তী মিনিটেই আমরা ক-জনার মানিক মলসুম গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী মিনিটে ফের স্কাইলার্কের ফিলিমন রিয়াং আরো একটি গোল করে দলকে এগিয়ে নেয়।

*সি-ডিভিশন লিগ : বি-গ্রুপ*

| দল | ম্যা: | জ: | ড্র: | প: | গোল | প: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্কাইলার্ক | ৫ | ৪ | ১ | ০ | ২১-৭ | ১৩ |
| বিবেকানন্দ | ৫ | ৪ | ০ | ১ | ১৫-৫ | ১২ |
| ইউবিএসটি | ৫ | ২ | ১ | ২ | ৯-৪ | ৭ |
| উমাকান্ত সিসি | ৫ | ২ | ০ | ৩ | ৫-১৭ | ৬ |
| কেশব সংঘ | ৫ | ১ | ০ | ৪ | ৮-১৯ | ৩ |
| আমরা ক-জনা | ৫ | ০ | ২ | ৩ | ৬-১২ | ২ |

কিন্তু দীর্ঘক্ষন তা ধরে রাখতে পারেনি। চার মিনিট বাদেই আমরা ক-জনার মানিক মলসুম-ই ফের গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধেও একইভাবে ৫২ মিনিটের মাথায় আমরা ক-জনার লাললোয়াম কাইপেং একটি গোল করে দলকে তিন-দুয়ে এগিয়ে দিলেও একইভাবে স্কাইলার্কের ধনসিং রিয়াং ২ মিনিট বাদে গোলটি শোধ করে ফের খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে সপ্তম গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। অবশেষে ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দুই দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। গ্রুপ লীগের ৫ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে জয় ও একটিতে ড্র করার সুবাদে স্কাইলার্ক গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর স্বীকৃতি পেয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, হরি শর্মা লিটন সাহা ও ইন্দ্রানী দে। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাব বনাম ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাব।

## বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসে কিছু সংকল্প ও অঙ্গীকার

**- সুপ্রভাত দেবনাথ**

আজ ২রা জুলাই, বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। প্রায় একশ" বছর আগে ১৯২৪ সালের ২রা জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের (এ.আই.পি.এস) আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিশ্বের ক্রীড়া সাংবাদিকদের এক সারিতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে ২রা জুলাই এআইপিএস-এর জন্মদিনকে স্মরণ করে ভারতসহ সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। ত্রিপুরায় এস.জে.এফ.আই অর্থাৎ স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হচ্ছে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। এই ক্লাবের সদস্য হিসেবে বিশ্বের সকল ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখকদের মতো আমরাও একটা আলাদা দিন পাই আন্তর্জাতিকভাবে। এবার এই দিনটি হচ্ছে দোসরা জুলাই, রবিবার। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে এই বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের সকল ক্রীড়া সাংবাদিক, লেখক, খেলোয়াড়, সংগঠক, পৃষ্ঠপোষক ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্টদের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। এটা অনস্বীকার্য যে আধুনিক বিশ্বে ক্রীড়া সাংবাদিকতা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। এক সময় ক্রীড়াঙ্গনের ক্ষেত্র অনেকটা সীমিত থাকায় ক্রীড়া সাংবাদিকতার পরিধিও সীমিত ছিল। এ রাজ্যেও পত্রিকা প্রকাশিত হবার সময় থেকে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিকের পাতায় কিছুটা হলেও খেলার খবর প্রকাশ পেত। খেলাধুলার সংবাদের জন্য আলাদা কোন ডেস্ক কিংবা রিপোর্টার ছিল না। তবে খবরের পাশাপাশি আগ্রহীদের দিয়েই এ সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা হতো। কিন্তু এটা ঠিক যে ১৯৮৮ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খেলার খবরকে আলাদা একটা গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং বছর চারেক পর ১৯৯২ সালে গঠিত ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব সংবাদপত্রের পাতায় ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে এক অন্য মাত্রা বয়ে এনেছে। বর্তমানে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং ওয়েব মিডিয়ায় ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে যথেষ্ট সমীহ করা হচ্ছে। এমন কি খেলার খবরে পুরো পাতা জুড়ে খেলার খবরে প্রভাতী ও সান্ধ্য পত্রিকাগুলো এখন অনেকটাই সমৃদ্ধ। বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিকতা দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটার আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে ' ক্রীড়া সাংবাদিকতার আধুনিকতা ও তার প্রয়োগ' শীর্ষক এই আলোচনা চক্রে ভেটারেন ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকেই এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এদিকে, বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসের পুণ্য দিনে আমাদের সংকল্প ও অঙ্গীকার হচ্ছে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ছোট বড় যে-কোনও ধরনের স্পোর্টস নিউজকে লাইম-লাইটে তুলে ধরা। আশা করা হচ্ছে সেই প্রত্যাশায় আমরাও সফল হবো।

## বাংলা-ত্রিপুরা মৈত্রী মঞ্চে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কোচ, দাবাড়ুরা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির খুদে দাবাড়ুদের। বাংলা - ত্রিপুরা মৈত্রী মঞ্চের উদ্যোগে। শনিবার বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবে। মেট্রিক্স চেস আকাদেমির প্রায় ৫১ জন খুদে দাবাড়ুর হাতে সংশাপত্র সহ স্মারক তুলে দেওয়া হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি সংবর্ধনা জানানো হয় মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত-কে। এছাড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্যের খেলাধূলো এবং সাংবাদিকতার বিশিষ্ট কয়েকজনকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হয়। তাতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়া বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোগপতি আশুতোষ দেব এবং শিবু ভট্টাচার্য। কর্মকর্তা হিসাবে জীবনপ্রীতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে এগিয়ে চলো সঙ্ঘের সচিব সুমন্ত গুপ্ত-কে। এছাড়া চিত্র সাংবাদিক হিসাবে প্রণব শীল, ক্রীড়া সাংবাদিক শান্তনু বনিক, ক্রিকেটার অরিন্দম বর্মন, ফুটবলার রতন কিশোর জমাতিয়া, জিমন্যাস্টিক্সে মোনালি কর, মহিলা ফুটবল কোচ সুশান্ত দেববর্মা, পুরুষ ফুটবল কোচ রাজেশ রায় চৌধুরি, মহিলা ফুটবলার মৌসুমী ওরাং, রেফারি সুকান্ত দত্ত, রাজ্য দাবায় সেরা দিগন্ত রায় এবং ইন্দ্রনাল চৌধুরি স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন পার্থ সারথি দেব পুরস্কৃত করা হয়। উদ্যোক্তাদের ওই উদ্যোগের ভূয়শি প্রশংলা করেন মেয়র সহ উপস্থিত অতিথিরা। সকলেই বিশ্বাস করেন ওই উদ্যোগে খুদে খেলোয়াড়রা উৎসাহিত হবে। যা আগামীদিনে তাঁদের আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে।

## জিএসটি দিবস উদযাপন

# দেশের সার্বিক বিকাশে করদাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন : অর্থমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** কর থেকে সংগৃহীত অর্থ দেশের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। দেশের সার্বিক বিকাশে করদাতারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। আজ আগরতলা টাউনহলে জিএসটি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী সঠিক সময়ে কর প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা এখনও জিএসটির সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেননি তারা যেন অবিলম্বে জিএসটির সাথে যুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শ্রী সিংহরায় আরও বলেন, আজকের দিনেই ২০১৭ সালে দেশে প্রথম জিএসটি চালু করা হয়েছিল। প্রথমদিকে কর প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু সমস্যার সম্মখীন হতে হলেও কর প্রদানের ক্ষেত্রে জিএসটি এখন এক যুগান্তকারী পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কর গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে কর সংগ্রহের পরিমাণও। অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। রাজ্যে আজ ছয়টি জাতীয় সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে।

অনুষ্ঠানে অর্থসচিব বিজেশ পাণ্ডে করদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে বিগত বছরগুলিতে কর সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে। অর্থসচিব ব্যবসায়ীদের জিএসটির সাথে যুক্ত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকি'ন সরকার, চিফ কমিশনার অব স্টেট ট্যা' রাখী বিশ্বাস ও সিজিএসটির যুগ্ম কমিশনার স্যামুয়েল ওয়াইপু কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে জিএসটির সাফল্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে কর প্রদানের ক্ষেত্রে সফল ব্যবসায়ীদের সম্মানিত করা হয়। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে মানপত্র ও মারক উপহার তুলে দেন। ধন্যবাদ 'াপন করেন সহকারি ট্যা' কমিশনার দিবাকর চন্দ্র দে।

# কল্যাণপুরে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা বনদস্যুদের গাড়ির, অল্পতে রক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ জুলাই।।** কল্যাণপুর থানার পুলিশ কে প্রাণে মারার চেষ্টা। অল্পতে রক্ষা পেল কল্যাণপুর থানার এস আই সহ টিএসআর জোয়ানরা। চোরাই কাঠ বুঝাই গাড়ি পুলিশের গাড়িকে ধাক্কা মেরে পাল্টি খায় রাস্তায়। ঘটনা শুক্রবার মধ্যরাতে কল্যাণপুর থানা এলাকার দাউচড়া রাস্তায়। প্রাপ্ত খবরে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনকার মত কল্যাণপুর থানার এসআই অঞ্জন দেববর্মা এবং টিএসআর মিলে থানার জিপ গাড়িতে করে নাইট মোবাইল বা ডিউটিতে বের হয়। থানার গাড়িটি শুক্রবার মধ্যরাতে কল্যাণপুর থেকে দাওছড়া এলাকা দিকে রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। যাবার পথে কল্যাণপুর মাখন লাল চক্রবর্তীর সেতু পেরিয়ে যখন পুলিশের গাড়িটি দাওছড়া অভিমুখে একটি ডাউন উঠছিল। তখন উল্টোদিকে যতদূর খবর উ পজাতি জন পদ উত্তরমহারানীপুর থেকে চুড়াই কাঠ বুঝাই ঠট্ট ০৬ ঙ ১৮৯১ নম্বরের বুলেরু গাড়ি দাওছড়ার রাস্তা ধরে কল্যাণপুর যাবার পথে পুলিশের গাড়িকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় পাল্টি খায়। তৎক্ষণাৎ ভুলেরো গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। পুলিশের গাড়ির বাঁদিকের সামনের অংশ ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। এদিকে কল্যাণপুর থানায় এসআই অঞ্জন দেববর্মা সহ টিএসআর জুয়ান এবং গাড়ির চালক অল্পেতে প্রাণে বেঁচে যায়। শনিবার ভোরে কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়া থেকে বনদপ্তরের কর্মীরা এসে গাড়ি এবং চুরাই কাট নিয়ে যায়। চুরাই কাট বুঝাই গাড়ির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা যায়। অপরদিকে সূত্রের খবর, বনদপ্তরের চোখ কে ফাঁকি দিয়ে প্রায় প্রতিনিয়ত প্রতিদিন চুপিসারে রাতের আঁধারে কোন সময় আবার দিনের বেলাতেও এরকমভাবে কাঠ পাচার হয় বলে জানা যায়। এই ব্যাপারে বনদপ্তরকে আরো সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে। সবমিলিয়ে খবরে জনমনে বেশ চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

# বিলোনীয়ায় বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ জুলাই।।** আজ বামপন্থী তিনটি গণসংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মিছিল সংগঠিত করে। শনিবার বেলা বারটায় সিপিআইএম বিলোনীয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয় মিছিল টি ব্যাংক রোড হয়ে এক নং টিলা সেখান থেকে হাসপাতাল কর্নার ঘুরে পুনরায় থানা চৌমুহনী হয়ে পুরাতন মটরষ্ট্যান্ডে এসে মিলিত হয়। সেখানে হয় পথসভা, পথসভার সভাপতি মন্ডলিতে ছিলেন গনমুক্তি পরিষদের মহকুমা সম্পাদক গোপাল রিয়াং, কৃষক সভার মহকুমা সভাপতি নির্মল ভৌমিক, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব স্বপন বিশ্বাস, এই দিনের পথসভায় জনগনের স্বার্থ সম্বলিত সাত দফা দাবীর উপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন বামপনী গনসংগঠন, গনআন্দোলনের নেতৃত্বরা।সাত দফা দাবিগুলো হলো, সরকারিভাবে সার ও কীটনাশকের পর্যাপ্ত ব্যাবসা করা জলসেচের পাম্প গুলি সচল ও চালু করতে হবে, কৃষিকাজের সমস্ত বিষয় গুলো ধানকাটা, ধানরোপন,কৃষক দের সমস্ত কাজে রেগা,টুয়েফ,চালু করতে হবে, রেল পরিষেবা, বিলোনীয়া বাংলাদেশ রেল সংযোগ সাপন ও সিএনজি স্টেশন সাপন করতে হবে,সরকার কে রাবারের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে, বয়স্ক ভাতা সহ সামাজিক ভাতা বঞ্চিতদের অবিলম্বে ভাতা প্রদান করতে হবে, এই দাবিগুলি সহ আরো অন্যান্য দাবি নিয়ে মোট সাত দফা দাবির ভিত্তিতে এইদিনের মিছিল ও সভা। এইদিনের মিছিল,সভায় ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, কৃষক সভার মহকুমা সভাপতি নির্মল ভৌমিক, ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা বিধায়ক দীপংকর সেন, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক অশোক মিত্র, নারী নেত্রী বকুল দেবনাথ, জোৎস্না দাস সহ গনসংগঠনের বিভিন্ন কর্মি সমর্থকরা।

# হেজামারায় কৃষক ক্ষেত্রীয় দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** বর্তমান খারিফ মরসুমে কৃষকদের আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সারা রাজ্যে কাজ করছে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর। এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শুক্রবার হেজামারা স্থিত কৃষি সেক্টর অফিসে অনুষ্ঠিত হলো কৃষক ক্ষেত্রীয় দিবস। অনুষ্ঠানে বলতে গিয়ে পশ্চিম জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তা ডঃ উত্তম সাহা সরকারিভাবে কৃষকদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে পিএম কিষান, পিএম কেএসওয়াই, কেসিসি সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যদিকে হেজামারা বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা কৃষকদের আহ্বান করেন কৃষকরা তাদের জমিতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজের মধ্য দিয়ে অধিক ফসল উৎপাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে। সেই ক্ষেত্রে চাষীরা নিয়মিত কৃষি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে সঠিক পরামর্শ নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিলেন তিনি। এদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেজামারা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক গৌরব সাহা সেক্টর অফিসার মৌসুমী রিয়াং এবং অন্যান্যরা।

# ধর্মনগরে জেলা শাসকের অফিস ভবন নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** ধর্মনগর জেলাশাসক অফিসের ভবন নির্মাণ এবং গোল্ডেন ভ্যালি স্কুল ভবন নির্মাণে নিম্নমানের রড ব্যবহার করার গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। ধর্মনগরের বটরসি এলাকায় প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যায়ে জেলা শাসকের অফিসের জন্য যে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। ভবন নির্মাণে যে রড ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে নিম্ন মনের রড লাগানো হচ্ছে। জানা যায়, সরকারী বড় বড় ভবন নির্মাণে যে রড ব্যবহারের করার কথা সেই ধরনের রড ব্যবহার করা হচ্ছে না জেলাশাসকের অফিস নির্মাণের ক্ষেত্রে। পাশেই রয়েছে ধর্মনগরের গোল্ডেন ভ্যালী স্কুল। নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।।সেই বিল্ডিং নির্মাণেও নিম্নমানের রড ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। জানা যায় এই ভবন নির্মাণের কাজ পান আগরতলার সঞ্জিব রায় নামে এক ঠিকাদার। তিনি আগরতলা ও ধর্মনগরের দুইজন সাব ঠিকাদারকে এই কাজ সমজে দিয়ে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ করাচ্ছেন। বর্তমানে তাদের তত্ত্বাবধানে এই কাজ চলছে। তারা হলেন আগরতলার সুমন দত্ত ও ধর্মনগরের মাতাব উদ্দিন। অভিযোগ মাতাব উদ্দিনের একটি রডের দোকান রয়েছে বটরসী এলাকায়। সেখান থেকে এই নিম্নমানের রড এনে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। দাবি উঠছে এই ভবন নির্মাণে কোন প্রকার ঘোটালা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনসাধারণের। দাবি উঠছে এই ভবন নির্মাণের জন্য যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হোক।

# ১৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, ধৃত তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে আগরতলা জিআরপি। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বাধারঘাট রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ১৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে বহি:রাজ্যের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক রেল পুলিশ।জনৈক রেল পুলিশ জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে গতকাল রাতে বাধারঘাট রেল স্টেশনে আগরতলা—সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে কিছু লোক বহি:রাজ্যে গাঁজা পাচার করবেন। ওই খবরের ভিত্তিতে বাধারঘাট রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি ১৭ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে বহি:রাজ্যের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে সাথে তিনি যোগ করেন , ধৃতরা বিহারের বাসিন্দা নিতীশ কুমার, রিষু কুমার ও গুলসন কুমার। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের থেকে জানা গেছে, ওই গাঁজা বিহারে বিক্রি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

# নয়াদিল্লিতে কারখানায় এয়ার কম্প্রেসার বিস্ফোরণ, নিহত ২

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.) : নয়াদিল্লির উত্তর পূর্ব জেলার গোকুলপুরী এলাকায় একটি কারখানায় এয়ার কম্প্রেসার বিস্ফোরণে দুইজন নিহত হয়েছেন। ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেলে।পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিকটস্থ হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। মৃতদের নাম বাবলু (৩৮) এবং করণ (৬০), রোহিনী সেক্টর-২২-এর বাসিন্দা। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান করণ। বর্তমানে পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বিকেলে গোকুলপুরী ৫ নম্বর পিলারের কাছে একটি কারখানায় কম্প্রেসার বিস্ফোরণ হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল সহ স্থানীয় পুলিশ। এ ঘটনায় চারজন আহত হয়েছে বলে তদন্তে জানা গেছে। তিনজনকে ইতিমধ্যেই জিটিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং চতুর্থ ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়।প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিনে ব্যবহৃত এয়ার কম্প্রেসার ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ ঘটেছে। একটি ভাড়া বাড়িতে কারখানাটি ছিল। সম্পত্তির মালিকের নামা রাজা। তিনি যাদব নামে এক ব্যক্তিকে ভাড়ায় এই জায়গাটি দিয়েছিলেন। সেখানে একটি প্লাস্টিকের ছাঁচ তৈরির কারখানা চালাচ্ছিলেন যাদব। দুজনের সাথেই যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে।কিন্তু তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। শীঘ্রই তাদের সন্ধান করা হবে।

# মেধা অন্বেষার উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলা মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে মেধা অন্বেষার উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়া উপস্থিত সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা। পহেলা জুলাই ডক্টরস ডে। সারাদেশেই দিবসটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন কেই সারা দেশে ডক্টরস ডে হিসেবে পালন করা হয়। প্রথিতযশা এই ব্যক্তিত্ব ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়কে ধন্বন্তরি বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। চিকিৎসা বিদ্যায় তার পারদর্শিতা গোটা চিকিৎসক সমাজের কাছে অমর হয়ে থাকবে। শনিবার ডক্টরস ডে উপলক্ষে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে স্মরণীয় করে রাখতে মেধা অন্বেষার উদ্যোগে আগরতলায় শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মেয়র বলেন আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যেই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গ হল মেধা অন্বেষা আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

# মনপাথর বাজারে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুলাই।।** গ্রাহকদের কথা চিন্তাকরে ও লোকজনদের সুস্থ্যরাখতে আজকের এই বিশেষ অভিযান চালালো শান্তির বাজার মহকুমা প্রশাসন। মনপাথর বাজারে আজকের এই অভিযানের মাধ্যমে বাজারে মুদি দোকানগুলিতে কোনোপ্রকারের মেয়াদউত্তিন্ন খাবার রয়েছে কিনা তা দেখলেন মহকুমা প্রশাসন। তারপাশাপাশি যে সকল রেস্টুডেন্ট , মিষ্টি দোকানে ও হোটেলে কমারশিয়াল গ্যাস সিলিন্ডারের পরিবর্তে ডোমেষ্টিক গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যাবহার করাহচ্ছে তাদেরপ্রতি আইনি পদক্ষেপ নেওয়াহচ্ছে। আজকের এই অভিযানের মাধ্যমে একটি ডোমেষ্টিক গ্যাসের সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করাহয়। মহকুমাপ্রশাশনের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমার অতিরক্ত মহকুমাশাসক দেবজ্যোতি রায়, ফুড ইনেস্পক্টর মলয় চৌধুরী ও খাদ্য দপ্তরের কর্মী শিবশঙ্কর মজুমদার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আজকের এই অভিযান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান ফুড ইনেস্পক্টর মলয় চৌধুরী। জানাযায় মহকুমা প্রসাশনের এইধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারীথাকবে। মহকুমা প্রসাশনের উদ্দ্যোগে এইধরনের অভিযানে খোবই খুশি সাধারন লোকজনেরা।

# কুমারঘাটে উল্টোরথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হতাহতদের পরিবারের সাথে দেখা করলেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** কুমারঘাটে ফিরা রথের দিন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত পরিবারের সঙ্গে জয়শ্রী এলাকায় দেখা করেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা।।কুমারঘাট মহকুমায় ফিরা রথের দিন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় অনেকের ।তার মধ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত জয়শ্রী এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা পিতা পুত্র দুজনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল। পিতা রূপক দাস, পুত্র রোহন দাস। তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিতে আসেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা।। মন্ত্রী সান্তনা চাকমার উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে মৃত দুই ব্যক্তির নামে দু"লক্ষ টাকা পরিবারের হাতে তুলে দেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা।। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা উনাদের পরিবারকে আরো অন্যান্য বিষয়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন।।

# বাইখোড়া থানার ওসি ও এক এস আইকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুলাই।।** বাইখোড়া থানায় দায়িত্বে ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস আসার পরথেকে প্রতিনিয়ত নানান আসামাজিক কাজথেকে শুরু করে নেশাবিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ওসি। ওসির এই ধরনের কাজে সহযোগীতা করেযাচ্ছে থানার এস এস আই শিবশঙ্কর সাহা।এইদুইজনের জন্য বর্তমান সময়ে বাইখোড়া এলাকাজুরে নেশাকারবারীরা সঠিকভাবে কাজকরতে পারছেনা। এই দুই অফিসার কে থানা থেকে সরিয়েদেবার জন্য প্রতিনিয়ত চক্রান্ত করেযাচ্ছে অসাধু লোকজনেরা। ওসির নামে প্রতিনিয়ত দুর্নাম ছরানোর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস ও এস আই শিব শঙ্কর সাহার জন্য বাইখোড়ার যুব সমাজ নেশার কবলগ্রাস থেকে মুক্তিপাচ্ছে। জানাযায় ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস ও এস আই শিবশঙ্কর সাহাকে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কিনতে নাপেরে উনাদের থানাথেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে অসাধু লোকজনেরা।

# বাংলাদেশে এক কেজি কাঁচা লঙ্কার দাম ১০০০ টাকা!

ঢাকা, ১ জুলাই (হি.স.) : বাংলাদেশের বিভিন্ন বাজারে হুহু করে বাড়ছে কাঁচা লঙ্কার দাম। দেশটির ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা উপজেলাসহ বিভিন্ন বাজারগুলোতে কাঁচা লঙ্কা এক হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ কাঁচা লঙ্কা কিনতে হিমশিম খাচ্ছে।হঠাৎ করে কাঁচা লঙ্কার দাম বেড়ে যায়। কয়েকদিন আগেও বাজারে ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা দরে কাঁচা লঙ্কা বিক্রি হয়েছে। সেটা এখন লাফিয়ে লাফিয়ে ৮০০ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।শনিবার জেলার বিভিন্ন হাট ও বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রথমে অতি গরমে চাহিদার তুলনায় কাঁচা লঙ্কার উৎপাদন কম ও বৃষ্টির কারণে দাম বেড়েছে। বাংলাদেশের ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরে তথ্যমতে, চলতি মরশুমে জেলার ছয় উপজেলায় এক হাজার ৭শ ২৪ হেক্টর জমিতে লঙ্কার চাষ হয়েছে। ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক আজগর আলী বলেন, বর্ষা মরশুমে অধিকাংশ জমির লঙ্কা গাছ নষ্ট হয়ে যায়।

# কুমারঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।।** কুমারঘাটে উল্টো রথ যাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহতদের পরিবারকে নিজের বেতন থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও আহতদের ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার কুমারঘাটের দুর্ঘটনা স্থল পরিদর্শন এবং নিহতদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে স্বজন হারা পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় কোনো সন্তান হারিয়েছে মা, আবার কোনো মা হারিয়েছে তার সন্তানকে। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেকের বাড়িতেই যান এবং সমবেদনা জানান। বিপ্লব কুমার দেব বলেন এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। হৃদয়বান কুমারঘাট অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকগন সহ সবাই যথাসাধ্য সহায়তায় এগিয়ে এসেছেন প্রথম থেকেই ন স্থানীয় বিধায়ক ভগবান দাশ নিজেও মাইনে থেকে নিহতদের ৫০ হাজার ও আহতদের ১০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা করছেন ন পার্শবর্তী এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাশও চিকিৎসা সহায়তা সহ নানা ভাবে সাহায্যে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন ন এই কঠিন সময়ে সবাইকে শোকবিহবল এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানান তিনি। পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়েও আগামীদিনে যথাসাধ্য এই পরিবার গুলির পাশে থাকার অঙ্গীকার করলেন বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং বিদ্যুৎ বিভাগ সহ অন্যান্য প্রদত্ত সহায়তা সম্পর্কেও তিনি অবহিত করেন। এদিন শ্রীদেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।